NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ১ মিনিট না, ১ সেকেন্ডের মধ্যেই মানুষ বোতাম টিপে এই সরকারকে বিসর্জন দেবে: শমীক

বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি ২

কলকাতা ১৩ মার্চ ২০২৬ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.03.2026, Vol.19, Issue No. 270, 8 Pages, Price 3.00

যুদ্ধ-সংকট সামালে শাহি কমিটি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে মধ্যপ্রাচ্য। তার জেরে জ্বালানি সংকটে পড়েছে গোটা দেশ। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে আমজনতার মনে। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করল নরেন্দ্র মোদী সরকার। সূত্রের খবর, ওই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়াও রাখা হয়েছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। ইরানের যুদ্ধ এবং দেশে জ্বালানি সংকট-দু'টোর মোকাবিলা করবে এই শীর্ষ কমিটি।

গত ১৩ দিন ধরে চলছে ইরানের সঙ্গে আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যুদ্ধ। সেই সংঘাতের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ভারতেও। যুদ্ধের আবহে গোটা বিশ্বের জন্য হরমুজ কার্যত বন্ধ করে দেয় ইরান। ব্যতিক্রম ছিল রাশিয়া এবং চিন। তার জেরে ভারতে বিপুল পরিমাণ তেল এবং গ্যাস আসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকেই ভারতে ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দেয় গ্যাসের সংকট। একধাক্কায় অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হয় গৃহস্থের ব্যবহৃত এবং বাণিজ্যিক দুই গ্যাসের দামই।

এহেন পরিস্থিতিতেই তৈরি হয়েছে ইরান সংক্রান্ত উচ্চপর্যায়ের কমিটি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই কমিটির একাধিক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, গোটা দেশের সমস্ত রাজ্যের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবে এই কমিটি। সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবে। শুধু তাই নয়, ইরানের সঙ্গেও একাধিক বিষয় নিয়ে এই কমিটি আলোচনা করবে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতমুখী জাহাজ চলাচলে ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছে তেহরান।

ভারতকে অনুমতি

তেহরান, ১২ মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে তৈরি হওয়া জ্বালানি সংকটে বিরাট স্বস্তি। হরমুজ প্রণালি দিয়ে ভারতের জাহাজ চলাচলের অনুমতি দল ইরান। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পুস্পক এবং পরিমল নামের দুই পণ্যবাহী জাহাজ নিরাপদে হরমুজ পেরিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে বলেও খবর। জ্বালানি সংকটের পরিস্থিতি যা বিরাট স্বস্তি। মধ্যপ্রাচ্যে ভয়ংকর যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকটে ধুঁকছে বিশ্ব।

রাজ্যের হেল্পলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন রাজ্যে মিডডে মিল, হাসপাতালে রোগীদের রান্নার মতো জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে রান্নার গ্যাস সরবরাহে টান পড়বে না। গৃহস্থের রান্নাঘরেও জোগান নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। বৃহস্পতিবার আদর্শ কার্যপদ্ধতি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিয়োর বা এসওপি) প্রকাশ করে এমনটাই জানিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে।

আগামী সোমেই কি ভোট ঘোষণা?

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন কবে শুরু হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসনিক স্তরে জোর জল্পনা চলছে। সূত্রের খবর, আগামী ১৬ মার্চ ভোটসূচি ঘোষণা করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন ঘোষণার পর প্রথম দফার ভোটের আগে অন্তত চার সপ্তাহ সময় রাখা বাধ্যতামূলক হওয়ায় এপ্রিলের মাঝামাঝি বা তৃতীয় সপ্তাহে ভোটপর্ব শুরু হওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। সেই হিসাবে এপ্রিল মাসের মধ্যেই ভোটগ্রহণ ও ফলপ্রকাশের প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে বলে অনুমান।

বাংলার সঙ্গেই ভোটের দিন ঘোষণা হবে, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম, পুদুচেরির। রাজ্যে ক'দফায় ভোট হবে, এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে রয়েছে। ১ থেকে ৩ দফায় ভোট হতে পারে বলে একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এপ্রিলেই ভোটের ফল ঘোষণার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের প্রায় সব বিরোধী দলগুলিও সিইসি-র সঙ্গে বৈঠকে জানিয়েছে, তারা এক কিংবা দু'দফাতেই ভোট চায়। সূত্রের খবর, সব ঠিক থাকলে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় হতে পারে প্রথম দফার ভোট।

নির্বাচন কমিশনের ঘনিষ্ঠ সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, ১৮ মার্চ থেকেই মনোনয়ন জমা নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে। তবে রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক নেতা মনে করছেন, অন্য কয়েকটি রাজ্যে ভোটপর্ব সেরে তবেই বাংলায় নির্বাচন আয়োজন করা হতে পারে। তাঁদের মতে, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরিতে এক দফায় ভোট সম্পন্ন হওয়ার পরই পশ্চিমবঙ্গে ভোটের পালা আসতে পারে।

এদিকে ভোটের প্রস্তুতির মধ্যেই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬০ লক্ষ আবেদনপত্রের ভবিষ্যৎ। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই শুনানি হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট-এ। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, 'ভোট ঘোষণা করতে কোনও বাধা নেই।' শুনানিতে জানানো হয়েছে, মোট আবেদনের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষের নিষ্পত্তি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং তার মধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৪ হাজার আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতিকে। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সঙ্গে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের বৈঠক হওয়ার কথা। তবে বাকি বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি কবে শেষ হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখছে শীর্ষ আদালতও।

২৫ নয়, ৪৫ দিনে বুকিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: রান্নার গ্যাস বুকিং-এর নিয়ম নিয়ে বড় আপডেট। বৃহস্পতিবার সংসদে এই বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। তারপরই সামনে এল নতুন নিয়ম। ২৫ দিন নয়, ৪৫ দিন পর করা যাবে গ্যাস বুকিং। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যেই এ কথা উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে সিলিন্ডার পিছু ৬০ টাকা করে। সঙ্কট সামাল দিতে ২৫ দিনের ব্যবধান রাখা হচ্ছে গ্যাস বুকিং-এর ক্ষেত্রে। তাতেই আতঙ্ক বেড়েছে যথেষ্ট। এবার প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো বা পিআইবি-তে প্রকাশিত মন্ত্রীর বিবৃতে উল্লেখ করা হয়েছে, শহরাঞ্চলে এই ব্যবধান ২৫ দিনের হলেও গ্রামাঞ্চলে ব্যবধান থাকবে ৪৫ দিনের।

সৌজন্যের আবহে শপথ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নতুন রাজ্যপালের শপথ অনুষ্ঠানের মঞ্চেই সৌজন্যের বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের ২২তম রাজ্যপাল হিসেবে আরএন রবির শপথ গ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা বাংলাকে ভালোবাসেন, বাংলাও তাঁদের ভালোবাসে।

বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ কলকাতার লোকভবনে অনুষ্ঠিত হয় শপথ অনুষ্ঠান। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পল আরএন রবিকে শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু-সহ রাজ্যের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

শপথ অনুষ্ঠানে সৌজন্যের নজিরও রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম উপস্থিত থাকতে পারবেন না জানা গেলে তাঁর জন্য নির্ধারিত আসনের নামফলক সরিয়ে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে সামনের সারিতে বসার অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বিমানদা এত পিছনে কেন, আপনি সামনে আসুন।' অনুষ্ঠান শেষে বেরোনোর সময়ও একই ছবি দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী লক্ষ্য করেন, বিমান বসু গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তখন নিজের গাড়ি আগে না এনে বিমান বসুর গাড়ি আগে আনার নির্দেশ দেন তিনি। গাড়ি আসার পর তাঁকে তুলে দেওয়ার পরেই নিজের গাড়িতে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী।

শপথ অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল স্টেট রুম থেকে ভিজিটরস রুমে যান। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে যাননি। পরে লোক ভবন থেকে বেরোনোর সময় মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, রাজ্যপাল চা-চক্রের জন্য ভিজিটরস রুমে অপেক্ষা করছেন। এরপর করিডরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নতুন রাজ্যপাল আরএন রবির সাক্ষাৎ হয়। সৌজন্য সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে উত্তরীয় পরিয়ে শুভেচ্ছা জানান। নতুন রাজ্যপাল তখন তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রবির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেন। সেই সময় হাস্যরসের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বৌদির সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গিয়েছে।'

মোদীর ব্রিগেডে আমন্ত্রিত রবি-মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজনৈতিক উত্তাপের আবহে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড-এ শনিবার বড় কর্মসূচি করতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ওই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে আজ থেকেই তাঁর রাজ্য সফর শুরু হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

সরকারি সূচি অনুযায়ী, শনিবার দুপুরে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট-এ পৌঁছনোর পর শহরের রেসকোর্স চত্বরে নামবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে সরাসরি ব্রিগেডের ময়দানে গিয়ে প্রথমে একটি প্রশাসনিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবিকে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গডকরি এই কর্মসূচির উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

সরকারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবিকে।

প্রশাসনিক অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরই একই ময়দানে বিজেপির রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করা হতে পারে বলেই রাজনৈতিক মহলের অনুমান। অন্যদিকে, দিল্লিতে দলীয় বৈঠক শেষে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই নির্বাচনে ব্যক্তিগত প্রার্থী নয়, মানুষের সামনে রয়েছে পদ্মফুল আর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব।' তাঁর আরও দাবি, '২০২৬ সালের ভোটে বাংলার মানুষ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবেন।'

সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড সভাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। আগামী শনিবারের সভা যে আসন্ন নির্বাচনের আগে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে, তা নিয়ে একমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরাও।

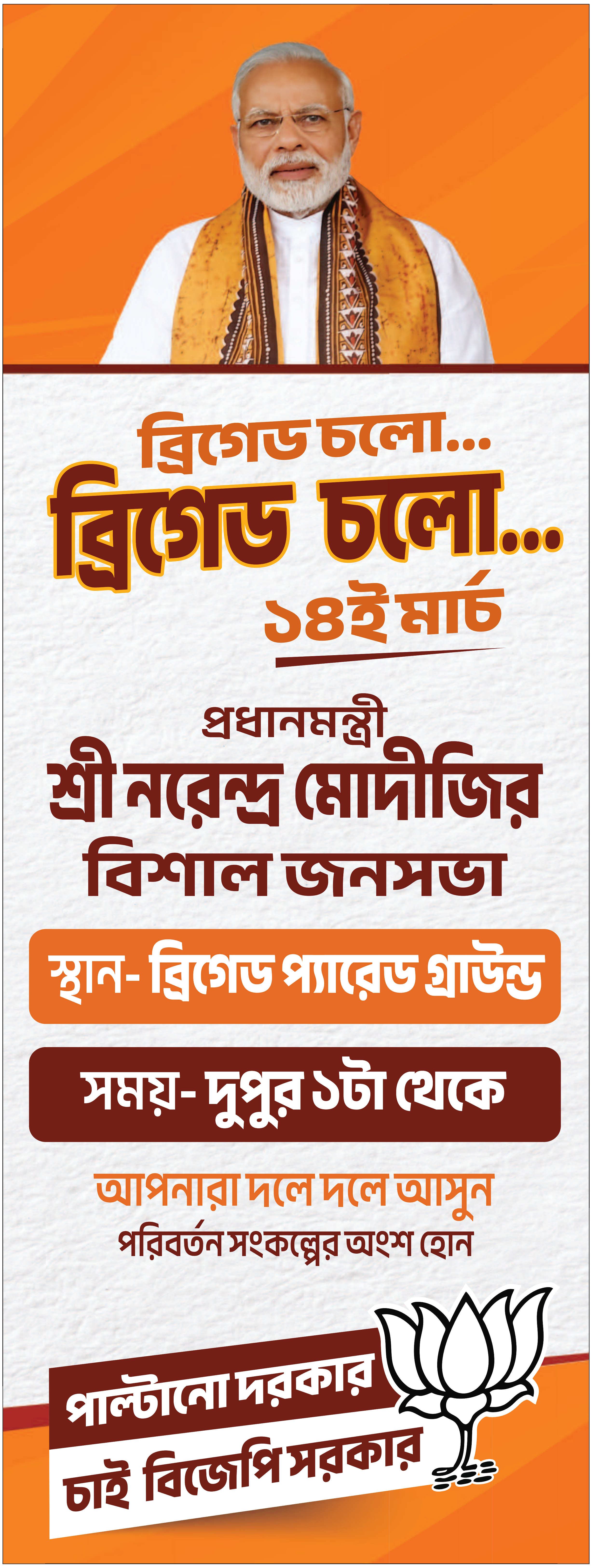

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৬/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ali Hasan S/o. Md Alam ও Ali Hassan S/o. M Alam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Ali S/o. Md Aklu Ali ও Mahammad Ali S/o. A. Mia সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Asit Pal S/o. Madhusudan Pal ও Asit Kr. Pal S/o. M. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Biren Mukhopadhyay S/o. Chandrakanta Mukhopadhyay ও Biren Mukherjee S/o. C K Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Pulok Ghosh S/o. Mahadeb Ghosh ও Pulak Ghosh S/o. M. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৪৭০ নং এফিডেভিড বলে আমি Ramdulari Das W/o. Ram Chandra Das, R/o. Sahebbagan, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের, বাঁশবেড়িয়া ব্রাঞ্চের সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টে (XXXX2282) আমার সঠিক নাম Ramdulari Das-এর পরিবর্তে Ram Dulari Debi Das লিপিবদ্ধ আছে। আমি Ramdulari Das & Ram Dulari Debi Das W/o. Ram Chandra Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৩৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sujit Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shambhu Nath Saha ও Sambhunath Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ই মার্চ। ২৮শে ফাল্গুন, শুক্রবার। দশমী তিথী। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির মহাদশা ও বিংশোত্তোরী শুক্র এর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দশম দোল উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গনে কীর্ত্তন ও ফাগুখেলা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

Subrata Patar S/o- Bhaskar Chandra Patar resident of Madan Mohan, Changual, Kharagpur (Local), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, Pin-721301, Ist class Judical Magistrate, Paschim Medinipur, affidavit no. 3645 dt.10.03.2026 এই মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার বাবার নাম B.C Patar ভুলবশতঃ আমার মাধ্যমিকের admit কার্ডে নথিভুক্ত হইয়াছে। আমার সমস্ত ডকুমেন্টস অনুযায়ী আমার বাবার আসল নাম Bhaskar Chandra Patar এবং সর্বক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইতেছে।

AFFIDAVIT

I, **Vandana Kayan,** daughter of Late Chiranjlal Rajgarhia, wife of Pawan Kumar Kayan, residing at 49A/1, Tollygunge Circular Road, New Alipore, Kolkata-700053 have changed my name and shall henceforth be known as Vandana Devi Kayan as declared before the Notary Public Alipore Judges Court, Kolkata , West Bengal vide Affidavit no. 85 dated 20.02.2026. Vandana Kayan and Vandana Devi Kayan both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Bhamini N Kutty W/o A Narayanan Kutty alias Avukattil Narayanan Kutty, aged about 58 years, residing at 2/C/8, Ho Chi Minh Sarani, P.S. Parnasree, P.O. Behala, Kolkata – 700034, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bhamini Narayanan Kutty as declared before the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata, South 24 Parganas, vide Affidavit No. 24464 dated 21st February, 2026. Bhamini N Kutty and Bhamini Narayanan Kutty both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Narayanan Kutty alias A Narayanan Kutty, S/o. A. S. Ezhuthassan alias Avukattil Sankaran Ezhuthassan, aged about 64 years, residing at 2/C/8, Ho Chi Minh Sarani, P.S. Parnasree, P.O. Behala, Kolkata – 700034, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Avukattil Narayanan Kutty as declared before the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata, South 24 Parganas, vide Affidavit No. 24463 dated 21st February 2026. Narayanan Kutty, A Narayanan Kutty and Avukattil Narayanan Kutty are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Anil Bishwas** S/o, Lt. Tarapada Bishwas R/a, Vill - West Shikta, P.O. - Makalpur, P.S. - Dadpur, Dist - Hooghly do hereby solemnly affirm and declare that my real and original name is Anil Bishwas which has been correctly recorded in my Voter ID Card and some other documents. That Chandrakanta is my nick name and I am well known in the locality by my nick name. That in my younger son namely Chanchal Bishwas's birth certificate my name has been wrongly recorded as Chandrakanta Biswas and the spelling of the title of my son has been wrongly written as Biswas instead of Bishwas. That **Anil Bishwas S/o, Lt. Tarapada Bishwas** and **Chandrakanta Biswas S/o, Lt.Tarapada Biswas** i.e myself and **Chanchal Bishwas S/o, Anil Bishwas and Chanchal Biswas S/o, Chandrakanta Biswas** i.e my son are the same and one identical person vide Affidavit No. 22 dated 25.03.2010 in the court of LD Sub - Divisional Executive Magistrate, Hooghly at Chinsurah.

NOTICE

Notice is hereby given for all general people and institutions that all the original documents relating to the Plot No. 328, Block-CD, Sector-I, P.S.- Bidhannagar North, District- North 24 Parganas, Kolkata-700064, has been lost or misplaced from the custody of my client and my client lodge a G.D.E. with Bidhannagar North Police Station on 07.03.2026 Vide G.D.E. No. 408. If any one found the said documents please return the same to me, it further notified that if any person or institutions have any claim or right, title and interest in any form and nature, please contact with the undersigned with relevant documents in connection with their claim within 15 days from the date of notice, in default no claim shall be entertain in future.

Prasanta Bhaumik(Advocate)
Sealdah Court Complex, Room No. 101
Kolkata-700014
Ph-9674526317
WB-719/1993

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, A.D.S.R. তমলুক অফিসে ইং ০২/০৪/১৯৯০ তারিখে IV-50 নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা মূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত শ্রী সত্যেশ্বর ভট্টাচার্য্য, পিতা-স্বর্গীয় বানেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সাং-যোগীখোপ, পোঃ-কাকগেছ্যা, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুরস্থিত ব্যক্তি উক্ত জেলা ও থানাধীন চাতরাদাঁড়ী সাকিনের হরিপদ আদক, পিতা-নীলমনি আদক ও কালিপদ আদক, পিতা - বিষ্ণুপদ আদককে চাতরাদাঁড়ী মৌজায় ১৬২ ও ৪৬৫ দাগে ২২ ডেসিমল জলজমি বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও তমলুক-১ অফিসে অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারী অ্যাডভোকেটের সহিত সাক্ষাতে অথবা ডাকযোগে ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমানাদি সহ অভিযোগ করিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তাং - 11.03.2026

Anirban Das, *Advocate*
F/1523/4633/2023
তমলুক জজ আদালত

পাবলিক-নোটিস

একটি দানপত্র দলিল, তারিখ ১৩.১০.১৯৯৯, সম্পাদিত হয়েছিল ভবতোষ প্রামানিকের পক্ষে শোভা রানী প্রামানিকের তরফে প্রায় ১১.৫৫ ডেসিমেল বা ০.১১৫৫ একর জমির ক্ষেত্রে যা অবস্থিত রয়েছে মৌজা-চাপা বেড়িয়া, জে.এল. নং.-২১৩, তৌজি নং.- ৩৫২৫ যা রয়েছে অধীন আর.এস. দাগ নং.- ১৪৮৪ অধীন আর.এস. খতিয়ান নং.-৯২৬, থানা-বনগাঁ, বনগাঁ পৌরসভার অন্তর্গত, এ.ডি.এস.আর. বনগাঁ এলাকাধীন জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখিত দলিলটি নথিবদ্ধ রয়েছে এ.ডি.এস.আর. বগাঁ অফিসে, যার বুক নং.-১, ভলিউম নং.- ৬৭, পাতা ৩৩৩ থেকে ৩৩৮, বিয়িং নং.- ৪৮৯৬ সাল ১৯৯৯। কথিত দলিলটি হারিয়ে গেছে ও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে একটি জেনারেল ডায়েরি যার জি.ডি.ই. নং.- ৪৭৩ দায়ের করা হয়েছে ০৭.০৩.২০২৬ তারিখে বনগাঁ থানায় উল্লেখিত দলিলের বিষয়ে আমার মক্কেল ভবতোষ প্রামানিকের তরফে। উক্ত দলিলটি কোনও ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা হয় নি। যদি কেউ উক্ত দলিলটি পান, তাহলে দয়াকরে তা ফেরত দিন অথবা আমাদের অবহিত করুন অথবা যদি কোনও দাবি থাকে তাহলে উক্ত তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি করতে পারেন। অন্যথায় এই ধরণের কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

রিতু হেলা
অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
মোবাইল ঃ ৯৭৪৮৮৫৬৮০৪

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলীর জেলা জজ বাহাদুর আদালত
২০১৮ সালের ২৩ নম্বর দেওয়ানী মোকর্দ্দমা

অ্যাপিলেন্ট: অশোক কুমার ঘোষ পিতা- ৺যুগল চন্দ্র ঘোষ, সাকিম ও গ্রাম- ড্যামড়া, থানা- মগরা, পোষ্ট- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮

বনাম

রেসপনডেন্ট : মালতী সিং, স্বামী- মৃত লক্ষণ সিং, সাকিম ও গ্রাম- ড্যামড়া, থানা- মগরা, পোষ্ট- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৪৮

এতদ্বারা উক্ত রেসপন্ডেন্টকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার এ্যাপিলেন্ট পক্ষ উক্ত এ্যাপিল মোকর্দ্দমা গত ইংরাজী ২৮/০৩/২০১৪ দিবসে ঋজু করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রেসপন্ডেন্ট পক্ষ বারংবার ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যত্র সরিয়া যাইয়া তাহার সমন বে-জারী করিতেছেন।

এখনে উক্ত রেসপন্ডেন্ট পক্ষের অত্র মোকর্দ্দমার কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং বা তাঁহার কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিবসের মধ্যে হাজির হইবেন নতুবা উক্ত রেসপন্ডেন্টের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শিবাজী দাস (উকিল বাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা- হুগলীর জেলা জজ বাহাদুর আদালত

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১। **শ্রী অজিত কুমার মিত্র,** ২। **শ্রী অশোক কুমার মিত্র,** ১ ও ২ নং এর পিতা- ৺সত্যেন্দ্রভূষন মিত্র, ৩। **শ্রী দেব কুমার মিত্র,** ৪। **শ্রী শক্তি কুমার মিত্র,** ৩ ও ৪ এর পিতা- ৺পূর্ণেন্দু ভুষন মিত্র, ৫। **শ্রী প্রবাল কুমার মিত্র,** পিতা- ৺প্রভাত কুমার মিত্র, সকলের সাং- ২১, শিবপুর রোড, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, মহাশয়গণ তাহাদের পছন্দ মতো ব্যাক্তিকে হাওড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিগত ইংরাজী ২৯/০৭/১৯৯১ তারিখে ৪ নং বহির ৩৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ৬। **প্রদীপ কুমার মিত্র,** পিতা- ৺কালিপদ মিত্র, সাং- ২১, শিবপুর রোড, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিমোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ০৬/০৬/১৯৯১ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2293 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী স্বপন ঘোষ,** পিতা- শ্রী ভোদা ঘোষ, সাং-চাকলই, পোঃ- গজিনাদাসপুর, থানা-পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী) বিক্রয় করেন। **তপশীলঃ** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা চাকলই, জে.এল. নং ১৪৯, হাল এল.আর. ৫১৭কৃ , ৩১২কৃ, ৩১৮কৃ, ৫৩৩কৃ নং খতিয়ানে হাল এল.আর. ৬৭০ নং দাগে ভিটি ৷৵আনায় ০৫ শতক ০.৫০০০ অংশে ০২.৫০ শতক ও ৬৬৯ নং দাগে ভিটি ৷৵ আনায় ০৫ শতকের মধ্যে নিজ অংশ ৩১/৩ শতক মধ্যে ১২/৩ শতক আমমোক্তার ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রেতাগণের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমরা ক্রেতাগণ উক্ত দাগের জমি গুলির নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি –**স্বপন ঘোষ (ক্রেতা)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

১। **শ্রীমতি সুলতা সুর,** স্বামী- শ্রী মন্টু সুর, পিতা- ৺শশধর রায়, ২। **শ্রীমত্যা চামেলি রায়,** স্বামী- ৺মহাদেব রায়, ৩। **সমীর রায়,** পিতা- ৺মহাদেব রায়, ১ হইতে ৩ নং এর সাং-গড়বাটি কালিতলা, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, ৪। **শ্রীমতি মিলি চক্রবর্ত্তী,** স্বামী- শ্রী সৌমেন চক্রবর্ত্তী, পিতা-৺মহাদেব রায়, সাং-সুভাষপল্লি, তালডাঙ্গা, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, ৫। **শ্রীমতি সোমা সাহা,** স্বামী- শ্রী নিমাই সাহা, পিতা-৺মহাদেব রায়, সাং- তালডাঙ্গা, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, ৬। **শ্রী ঝন্টু সরকার ওরফে ঝুনু সরকার,** ৭। **শ্রী লাল্টু সরকার ওরফে লালু সরকার,** ৬ ও ৭ এর পিতা- ৺হরিহর সরকার, ৬ ও ৭ নং এর সাং- আমড়া, পোঃ- শক্তিগড়, থানা ও জেলা-পূর্ব বর্ধমান, মহাশয়/মহাশয়াগণ তাহাদের পছন্দ মতো ব্যাক্তিকে সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বিগত ইংরাজী ০৯/০৭/২০১৪ তারিখে ২১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ৮। **শ্রী নারায়ন চন্দ্র রায়,** পিতা-৺শশধর রায়, সাং-গড়বাটি কালিতলা, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী,- মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিমোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ১৭/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৮৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী পবন খাঁ,** পিতা - শ্রী নিরাপদ খাঁ, সাং- চাকলই, পোঃ - গজিনাদাসপুর, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৬) বিক্রয় করেন। তপশীলঃ - জেলা - হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - চাকলই, জে.এল. নং - ১৪৯, হাল এল.আর. ৪৭৯নং খতিয়ানে সাবেক ও হাল এল.আর. ৪০৮ নং দাগে শালি জমি ৷৵ আনায় ৪৩ শতক আমমোক্তার ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রেতাগণের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমরা ক্রেতাগণ উক্ত দাগ নং এর জমি নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. Pandua Block অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **পবন খাঁ (ক্রেতা)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

শ্রী ভুবনচন্দ্র দুলাল চাঁদ মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় দুলাল চাঁদ মন্ডল, সাং- পায়রা, পোঃ- হাতনী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১৩৪, হাল সাং- ২৬, ওমসাইরাম, জলদর্শন সোসাইটি, পার্লে পয়েন্ট, সুরাট, এস.ভি.আর. কলেজ, গুজরাট, ৩৯৫০০৭- মহাশয় বিগত ইংরাজী ২৬/১২/২০২৫ তারিখে সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১১৮৪৫ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী অপূর্ব ভুবনবাবু মন্ডল,** পিতা- শ্রী ভুবনবাবু মন্ডল, সাং- পায়রা, পোঃ- হাতনী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন ৭১২১৩৪, হাল সাং- ২৬, ওমসাইরাম, জলদর্শন সোসাইটি, পার্লে পয়েন্ট, সুরাট, এস.ভি.আর. কলেজ, গুজরাট, ৩৯৫০০৭-মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তার নামা বলে নিমোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ১৯/০২/২০২৬ তারিখে সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৬২৬ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী অমিত আদক,** পিতা- শ্রী মদন গোপাল আদক, সাং পায়রা কালীতলা, পোঃ হাতনী, থানা পান্ডুয়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৪, বিক্রয় করেন। **তপশীলঃ-** জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা- পায়রা, জে.এল. নং- ৬৪, হাল দাগ নং ৯৭৭, হাল এল.আর. ২৮৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ৷৵ আনায় ০৯ শতক মধ্যে ০.২০০০ অংশে কমবেশী ০২ শতক ভিটি জমি আমমোক্তার ক্ষমতাবলে বিক্রেতার বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। আমি অত্র ক্রেতা উক্ত দাগ নং এর জমি নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী অমিত আদক (ক্রেতা)**

This is to inform the general public that the Original Sale Deed relating to the property situated at Holding No. 05, Prafulla Chatterjee Road, Under Naihati Municipality in Ward No. 27, Mouza- Kanthalpara, J.L. No. 4, Dag No. R.S. 1237/1438, L.R. 2736, R.S. 1238/1451, L.R. 2737, Khatian No. L.R. 3389, P.S. Naihati, Dist. North 24 Parganas, WB, standing in the name of Smt. Tapasi Roy Chowdhury, W/o- Late Biplab Kumar Roy Chowdhury, registered in the office of the Addl. Sub-Registrar at Naihati, North 24 Parganas, under Deed No. I- 2078 for the year 1988, has been lost/misplaced.

Despite diligent search, the said original document could not be found. A General Diary (GD) has also been lodged at Naihati Police Station regarding the loss of the said document.

Any person who finds the said document or has any claim, objection or interest regarding the same is requested to contact the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice, failing which it shall be presumed that no claim exists in respect of the said document.

Date: 12.03.2026
Place: Naihati

Smt. Tapasi Roy Chowdhury
Address: Holding No. 05, Prafulla Chatterjee Road, Under Naihati Municipality in Ward No. 27, Mouza- Kanthalpara, P.S. Naihati, Dist. North 24 Parganas, WB, 743165
Mobile Number: 9433873645

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভবানীপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৯৮১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

১ মিনিট না, ১ সেকেন্ডের মধ্যেই মানুষ বোতাম টিপে এই সরকারকে বিসর্জন দেবে: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নামঞ্চ থেকে সাম্প্রতিক বক্তব্যকে তুলোধোনা করে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি বলে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা লোকসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তিনি এদিন স্পষ্ট ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেন, উনি না থাকলে তৃণমূল কংগ্রেস না থাকলে এক মিনিটে একটা সম্প্রদায় আরেকটি সম্প্রদায়কে ঘিরে ধরে শেষ করে দেবে। উনি রাজ্য সহ দেশের বৃহত্তম হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করলেন, তাঁদের কালিমালিপ্ত করলেন। এর থেকে বিভাজনের রাজনীতির আর কোনো নিকৃষ্ট উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে এবং পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে ক্ষমতায় থাকা দল না থাকলে মুহূর্তের মধ্যেই অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর ধর্নামঞ্চের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে শমীক বলেন, এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যেই রাজনীতির প্রকৃত চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়। শমীকের অভিযোগ, এই ধরনের কথাবার্তার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে লক্ষ্য করে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, এক মিনিট লাগবে না, এক সেকেন্ডের মধ্যেই মানুষ বোতাম টিপে এই সরকারটাকেই বিসর্জন দিয়ে দেবে। যদিও এ বিষয়ে শাসকদলের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, গ্যাস সংকট ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে তৃণমূলকে তোপ শমীকের। রাজ্যে এলপিজি সিলিন্ডার সংকট এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শাসকদলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা লোকসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে যে গ্যাস সংকটের কথা বলা হচ্ছে, তার বড় অংশই পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এলপিজি সংকট নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের স্লোগান আসলে কী? বিজেপি নেতার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাকে ঘিরে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছর ধরে এক ধরনের চাপ তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন ডিলারের কাছ থেকে বন্দুকের মুখে সিলিন্ডার বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হচ্ছে।দ

শমীকের দাবি, এই পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তা দেশের মানুষ যেমন জানেন, তেমনই রাজ্যের প্রশাসনেরও অজানা নয়। একই সঙ্গে অনুপ্রবেশের প্রশ্নও তুলে তিনি বলেন, প্রস্তাব আর আবেগ; এই দু'টির মধ্যে ফারাক রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা, জেহাদি, মৃত ভোটার ও ভুয়ো ভোটারদের ঘিরে তৃণমূলের যে আবেগ, সেই আবেগের দায়ও তাঁরা সংসদে বহন করে যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর 'উস্কানিমূলক' মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক, কমিশনের হস্তক্ষেপ চাইছে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধর্মতলায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর 'উস্কানিমূলক' একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। তাঁর মন্তব্য 'সাম্প্রদায়িক' বলেই একযোগে সরব হয়েছে বিরোধী শিবিরের একাধিক দল। বিষয়টি খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বিরোধীদের অভিযোগ, একজন সাংবিধানিক পদে থাকা নেতার মুখে এই ধরনের মন্তব্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে অস্বস্তিকর বার্তা দেয়। এই প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম বলেন, রাজনীতিতে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু মানুষের মধ্যে ভয়ের আবহ তৈরি করা বা বিভাজনের ইঙ্গিত দেওয়া কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছি। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য, একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে মানুষ সংযত ও দায়িত্বশীল ভাষা আশা করে। এমন মন্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা দেয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে। সেই পরম্পরার সঙ্গে অসঙ্গত কোনও বক্তব্য জনমানসে উদ্বেগ তৈরি করে। অন্যদিকে নওশাদ সিদ্দিকী -র মন্তব্য, ভয় দেখিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ হওয়া উচিত। মানুষের বাস্তব সমস্যাই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে থাকা দরকার। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে তর্ক-বিতর্ক তীব্র হয়েছে। যদিও এই বিতর্কের মধ্যে শাসকদলের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসেনি।

অভয়ার পরিবার চাইছে বাংলায় পরিবর্তন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার আচমকা পানিহাটিতে অভয়ার বাড়িতে হাজির হন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সঙ্গে ছিলেন যুবনেতা জয় সাহা। প্রাক্তন সাংসদ এদিন অভয়ার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং অভয়ার বাড়িতে যেতেই জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাহলে কি অভয়ার বাবা কিংবা মা প্রার্থী হতে চলেছেন, এই প্রশ্ন এখন ঘুরপাক খ াচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। তবে অভয়ার বাবা-মা জানিয়ে দিয়েছেন, রাজনীতিতে তাদের আসার কোনও ইচ্ছে নেই। তাঁরা চান, মেয়ের ন্যায়বিচার। অভয়ার বাড়িতে আসা নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জানান, সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তিনি এসেছিলেন। রাজনীতি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এই মুহূর্তে সারা বাংলার মানুষ এই পরিবারকে চেনেন। বাংলার মানুষও অভয়ার বিচার চাইছে। তিনি বলেন, অভয়ার পরিবার চাইছেন বাংলায় পরিবর্তন। বিজেপি নেতা অর্জুন সিং জানান, ১৪ মার্চ ব্রিগেড ময়দানে প্রধানমন্ত্রী আসছেন। সেদিন তিনি অভয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। যাতে অভয়ার পরিবার ন্যায় বিচার পায়। অপরদিকে অভয়ার বাবা জানান, এতদিন ওনারা যোগাযোগ রাখেননি। সেই ভুলের সংশোধন করতে ওনারা এসেছিলেন। তবে ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোনও কথাবার্তা হয়নি। অভয়ার বাবা সাফ জানিয়ে দেন, তাঁদের লক্ষ্য একটাই, ন্যায় বিচার।

মিথ্যা মামলা ছাড়া তৃণমূলের কাছে কোনও অস্ত্র নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মিথ্যা মামলা দেওয়া ছাড়া তৃণমূলের কাছে আর কোনও অস্ত্র নেই। বৃহস্পতিবার রাতে বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হালিশহর বাগমোড়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের সঙ্গে মানুষ নেই। তাই সক্রিয় কার্যকর্তাদের বেছে বেছে মিথ্যা মামলা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর দাবি, মানুষ এখন বিজেপির সঙ্গে। সুতরাং ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের সাতটি আসনেই বিজেপি জিতবে। উক্ত বৈঠকে এদিন হাজির ছিলেন যুব নেতা সুদীপ্ত দাস, বীজপুর-২ ও ৩ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে অঞ্জন দাস ও সজল কর্মকার প্রমুখ।

বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিবদন, কলকাতা: আসন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার জারি হওয়া এই বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিককে নির্দিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য রিটার্নিং অফিসার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিটি অবিলম্বে রাজ্য সরকারের গেজেটে বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বলা হয়েছে, ১৯৫১ সালের জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০২৩ সালে জারি হওয়া সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিকে বাতিল করে নতুন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের সদর দপ্তর থেকে পাঠানো চিঠিতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে জানানো হয়েছে, তালিকায় উল্লিখিত নাম ও দায়িত্বগুলি পুনরায় যাচাই করে দ্রুত গেজেটে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকাশের পর তার অনুলিপি কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের মোট ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক প্রশাসনিক আধিকারিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত প্রতিটি জেলার বিভিন্ন পদস্থ সরকারি আধিকারিকদের এই দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়েছে। মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও বীরভূম;সব জেলার কেন্দ্রগুলিই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত।

কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, নির্বাচন পরিচালনার প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও সুসংগঠিত করতেই এই নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রিটার্নিং অফিসারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানানো হয়েছে।

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

কলকাতা ১৩ মার্চ ২০২৬ ২৮ ফাল্গুন ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ২৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.03.2026, Vol.19, Issue No. 270, 8 Pages, Price 3.00

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে যুবশক্তির জন্যে নতুন সুযোগ সৃষ্টি

উদ্যোগপতিদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে **৩ লক্ষ কোটি টাকার** প্রায় **৫.৩ কোটি** মুদ্রা ঋণ

৬.৫ লক্ষেরও বেশি তরুণ প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার অধীনে প্রশিক্ষিত- গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে কাজের লক্ষ্যে পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষতা বৃদ্ধি

উদ্যম পোর্টালে নথিভুক্ত প্রায় **৫৩ লক্ষ** এমএসএমই, রাজ্যে **৬,৯৫০টিরও বেশি** ডিপিআইআইটি স্বীকৃত স্টার্ট আপ ভাবী উদ্যোগপতিদের উৎসাহ যোগাচ্ছে

শিক্ষা ও সুযোগের বিস্তার ঘটিয়ে জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্যে **৩৩০ কোটি টাকারও বেশি** স্কলারশিপ

প্রায় **২৭.৫ লক্ষ** মহিলা পরিচালিত এমএসএমই রাজ্যের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক

সারা বাংলা জুড়ে উদ্ভাবন ও সুযোগ সৃষ্টি করছে **৩,৫৫০টির বেশি** মহিলা নেতৃত্বাধীন স্টার্ট আপ

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

“পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস, রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালি করছে।”

— প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

CBC 01101/13/0041/2526

সম্পাদকীয়

মন থেকে শরীর, ক্ষতি দু'দিকেই, এখনও নেই সতর্কতা!

মোবাইল ফোন। প্রযুক্তির নতুন আশীর্বাদ। মুঠো ফোনের দৌলতে এখন হাতের মুঠোয় দুনিয়া। বুড়ো থেকে বাচ্চা, সারাক্ষণই চোখ থাকছে স্ক্রিনে। সময় কাটানো থেকে চাকরি, পড়ুয়া থেকে ব্যবসায়ী। সবারই সমস্যার সমাধান ওই মোবাইল। ফলে প্রযুক্তি নির্ভরতা বাড়তে বাড়তে এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। আর এখানেই প্রযুক্তির আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে অভিশাপ, এমনই সতর্কবাণী শোনাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার মধ্যে কোনও ভুল নেই। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত প্রযুক্তি নির্ভরতা ডেকে আনতে পারে ভয়াবহ বিপদ, এমনই সতর্কবাণী শুনিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এমনকী এই মোবাইলকে ভবিষ্যতের সাইলেন্ট কিলার বলতেও দ্বিধা করছেন না তাঁরা। বিভিন্ন সমীক্ষা বলছে, মানসিক স্বাস্থ্যেও মারাত্মক ভাবে প্রভাব ফেলছে স্মার্ট ফোন। মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা থেকে তৈরি হচ্ছে মানসিক অস্থিরতা। ফোন হাতছাড়া হলেই উদ্বেগ, অস্বস্তি, মনোসংযোগে ঘাটতি, এসব উপসর্গ ক্রমেই বাড়ছে। সামাজিক যোগাযোগের পরিসর ভার্চুয়াল হয়ে যাওয়ায় একাকীত্ব ও মানসিক অবসাদের ঝুঁকিও বাড়ছে। ঘুমের আগে স্ক্রিন টাইম শরীরে মেলাটোনিন হরমোনের ক্ষরণ কমিয়ে দিচ্ছে, নিট ফল বাড়ছে অনিদ্রাজনিত সমস্যা। এ তো গেল মানসিক স্বাস্থ্যেরদিক। এইটুকুতেও যদি না হয়, তাহলে এবার শারীরিক দিকটা জেনে নিন। সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে চোখ ও স্নায়ুর ওপর। একটানা স্ক্রিনের ওপর চোখ থাকলে চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, জ্বালা করা, ঝাপসা দেখা, এসব উপসর্গ বাড়ে। কম বয়সিদের মধ্যে মায়োপিয়ার ঝুঁকিও বাড়ছে এর ফলে। অন্ধকারে শুয়ে ফোন দেখার অভ্যাস চোখে অতিরিক্ত চাপ ফেলছে। এই অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে রেটিনার উপর প্রভাব পড়তে পারে বলেও সতর্ক করছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞরা। এখানেই শেষ নয়, ঘাড় ঝুঁকিয়ে দীর্ঘক্ষণ ফোন ব্যবহারের জেরে টেক্সট নেক-এর সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এতে ঘাড়, কাঁধ ও পিঠের পেশিতে চাপ পড়েছে। দীর্ঘদিন এভাবে চললে স্পন্ডিলাইসিসের ঝুঁকিও তৈরি হতে পারে। অতিরিক্ত টাইপিং বা স্ক্রলিংয়ের ফলে আঙুলের টেন্ডনে প্রদাহ, কব্জির ব্যথা হতে পারে। সবমিলিয়ে মোবাইলে উপকার যতটা হচ্ছে, ক্ষতির পরিমাণও তাহলে কম নয়।

শব্দছক ৯৮

রবি দাস

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
	■		■	৫		৬	
৭	৮	■	■		■		■
■		■	৯	■	■	১০	১১
১২				■	১৩	■	
■	■	■	১৪			■	
১৫				■	১৬		

পাশাপাশি: ১. মাহাত্ম্য ৩. অবশ্যই ৪. রামায়ণের মায়াবী সোনার হরিণ ৫. ক্ষমা গুমসম্পন্ন ব্যক্তি ৭. সীমানার প্রান্তদেশ ১০. বাখারির লম্বা দন্ড ১২. অরিকে দমন করে যে ১৪. বোকা-হাঁদা ১৫. যার বিনাশ নেই ১৬. ভালোলাগায় মনের সায়

ওপর-নিচ: ১. পৃথিবীতে বসবাসকারী ২. মামা সম্পর্কিত ৩. সুবিবেচক ৬. ঠান্ডা ৮. মধ্যমানের ৯. শিব ১১. গালাগালি মন্দকথা ইত্যাদি ১৩. সুত্রহীন কথাবার্তা

সমাধান ৯৭ — পাশাপাশি: ১. বেধড়ক ৪. বেহুঁশ ৬. দাম ৭. রসুল ৯. আলাপচারিতা ১১. ললনা ১৪. কাতার ১৬. বঙ্গবিভাজন ১৯. নাগর ২০. ভাবা ২১. দরশ ২২. তারস্বর

ওপর-নিচ : ১. বেদখল ২. ধর ৩. করলা ৪. বেলচা ৫. শঠতা ৮. সুপরি ৯. আনা ১০. রিক্ততা ১২. লবঙ্গ ১৩. বিভাগ ১৪. কান ১৫. রবিবার ১৬. বলদ ১৭. বিনাশ ১৮. জরতা ২০. ভাস্ব

আজকের দিন

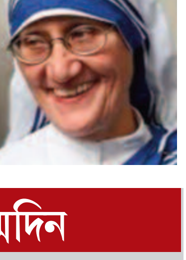

- **১৯৩৮** — অ্যাডলফ হিটলার অস্ট্রিয়াকে জার্মানির সাথে সংযুক্ত করে আনস্লুস ঘোষণা করেন।
- **১৯৯৬** — স্কটল্যান্ডের ডানব্লেইন স্কুল গণহত্যায় ১৬ জন শিশু এবং একজন শিক্ষক নিহত হন।
- **১৯৯৭** — সিস্টার নির্মলা মাদার টেরেসার উত্তরসূরী হিসেবে নির্বাচিত হন।

জন্মদিন

১৯৬১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ডেরেক ও ব্রায়েনের জন্মদিন।*

১৯৮০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বরুণ গান্ধির জন্মদিন।*

১৯৯৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ সিরাজের জন্মদিন।*

মহম্মদ সিরাজ

সভ্যতা, তুমি এক পাও এগোতে পারোনি!

ক্ষমতার দম্ভে মদমত্ত পৃথিবী

মতিউর রহমান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে পৃথিবী এগিয়েছি। নিত্য নতুন প্রকৌশল যুক্ত হয়েছে আমাদের জীবন ও যাপন জুড়ে। আমরা দাবি করি, আমরা উন্নত, সভ্য পৃথিবীর বাসিন্দা। আমাদের গর্বের সীমা নেই গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিয়ে। আমাদের নৈতিকতার বড়াইও কম কিছু নয়। প্রশ্ন জাগে, বর্তমান শক্তির দম্ভে মদনত্ব পৃথিবীতে সত্যিই কি আমরা এগিয়েছি, হয়েছি সভ্য? বর্তমান বিশ্বের চালচিত্র বলছে, আমাদের এ দাবি অন্তঃসারশূন্য, ক্ষয়িষ্ণু ভঙ্গুর। যখন শক্তির দম্ভ পৃথিবী কাঁপায়, ন্যায়কে পদদলিত করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে ও মানবাধিকারকে হরণ করে তখন আর যাই হোক প্রগতির বড়াই খাটে না। খুলে যায় সভ্যতার আবরণ, মুখ ও মুখোশ। আমরা আদি ও অন্ততে যে শেষ পর্যন্ত বর্বর, মানুষ আসলে প্রবৃত্তির কঙ্কাল তা প্রকাশ্যে এসে পড়ে। বর্তমান এই একবিংশ শতকে বিকশিত গণতন্ত্রের যুগে যখন গায়ের জোরে কোন একটি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তার রাষ্ট্রনেতাকে খুন অথবা কিডন্যাপ করা হয়, যাবতীয় যুক্তি, ন্যায় ও ঔচিত্যবোধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নির্বিচারে খুন করা হয় ঢালতরোয়ালহীন নিরীহ মানুষকে তখন সত্যিই কি আমাদের প্রগতির উচ্চকিত গল্প, সভ্যতার বড়াই খাটে?

ইরান একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তারা কোন শাসককে নির্বাচিত করবে, বা কাকে নেতা হিসেবে মেনে নেবে তার সিদ্ধান্ত নেবে সেই দেশের জনগণ। এটাই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি। কোন দেশ কতটা উন্নতি করবে, তাদের নিরাপত্তার জন্য সমরাস্ত্র বা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি করবে কিনা, বা কতটা করবে সেটা সেই রাষ্ট্রের নিজস্ব বিষয়। এটা তাদের অধিকার। স্বাধীন সার্বভৌম অধিকার। এই অধিকারে বাইরের কোন রাষ্ট্র মাথা গলাতে পারে না, বা হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। কিন্তু বিশ্বের তথাকথিত মোড়ল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার যোগ্য শাগরেদ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বিশ্বের কোন রীতিরীতি, আইনকে মান্যতা না দিয়ে গায়ের জোরে যখন ইরান আক্রমণ করে সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে তখন আমাদের নৈতিকতার দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। প্রশ্ন জাগে, সত্যিই কি আমরা সভ্য গণতান্ত্রিক পৃথিবীর বাসিন্দা! সভ্যতার ভড়ং বা ঢং দেখাচ্ছি! এই ঘটনায় প্রমাণিত হয়,

আমরা এখনও বর্বর অসভ্যই থেকে গেছি। আমাদের আচরণ সভ্য, গণতান্ত্রিক হয়নি। একথা বলাই যায়, সভ্যতা এক পাও এগোতে পারেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসর ইসরাইল কোন রীতিরীতি বা আইনকে পাত্তা না দিয়ে গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ইরান আক্রমণ করে। এই আক্রমণ সম্পূর্ণ অনৈতিক, অন্যায়। তাদের এই আচরণ রাষ্ট্র সংঘ কর্তৃক স্বীকৃত নয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও কোন অনুমোদন নেই। তাদের এই আচরণ অসভ্যতা এবং বর্বরতার প্রতীক। বিশ্বের আর এক শক্তিধর রাষ্ট্র চীন এ হামলাকে 'জংলি' কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। আমেরিকা কোন আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মানছে না। তারা শুধু ইরানের রাষ্ট্রপ্রধান আয়াতুল্লাহ খামেনিকেই হত্যা করেনি, প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে ইরানের কোন নতুন নেতা নির্বাচিত হলে তাকেও হত্যা করা হবে। তাদের এই ধরণের কথাবার্তা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। এটা নৈতিকতার সর্বোচ্চ সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। শক্তির এই উন্মত্ততা ও তার নগ্ন দানবীয় প্রকাশ আমাদেরকে বর্বর জঙ্গলের যুগে ফিরিয়ে দেয়। বর্তমান পৃথিবীতে 'জোর যার মুলুক তার' কি শেষ কথা বলবে? নাকি বলা উচিত? কোন উত্তর আছে কি সভ্য পৃথিবীর কাছে?

মানব সভ্যতা বহু আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। একসময় প্রস্তর যুগ ছিল। এই যুগ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০০ সালে বিরাজ করত। সে সময় ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত সমাজে মানুষ বসবাস করত। তাদের জীবন ছিল কঠিন এবং অনিশ্চিত। সেই যুগেও তো কিছু কিছু নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল যা সকলকেই মেনে চলতে হতো। যেমন অন্যের খাবার চুরি করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা, বা অকারণে হিংসা ছড়ানো বারণ ছিল। কেউ তা অমান্য করলে গোত্রের প্রধাণরা তার বিচার করতেন এবং সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন। প্রস্তর যুগে শাস্তি প্রদান নিয়ম মেনে করা হতো। ছিল সামাজিক বিচার প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্তমানে এই এক বিংশ শতকে বিনা বিচারে ইরানের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে মনে, আমরা কি তবে প্রস্তর যুগের থেকেও পিছিয়ে পড়েছি?

পৃথিবীর বুকে যে কোন জায়গায় চরম অন্যায় বা অরাজকতা ঘটলে মধ্যযুগীয় বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

মধ্যযুগের সময়কাল মোটামুটি ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এই যুগকে 'অন্ধকারের যুগ' বা 'বর্বর যুগ' বলে উল্লেখ করা হয়। এই সময়ে নাকি জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম ছিল। তবে এ সময়েও সমাজে আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সামন্ত প্রভু, রাজা বা ধর্মীয় আদালত কোন ব্যক্তির বিচার করলে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে মেনে তা করা হতো। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের সময়ও যুক্তি ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বিচার প্রক্রিয়া সংঘটিত হতো। অর্থাৎ ইতিহাসের অন্ধকার যুগেও বিচারব্যবস্থা একটা পদ্ধতি অনুসরণ করে চালিত হতো। অথচ বর্তমানে যখন আমরা সভ্য পৃথিবীর বাসিন্দা বলছি, নিজেদের দাবি করছি, উন্নত প্রগতিশীল তখন কিন্তু কোন নিরপেক্ষ বিচার, আন্তর্জাতিক তদন্ত বা বৈধ অনুমোদন অনুসৃত হচ্ছে না। গায়ের জোর আছে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাগরেদ ইসরাইল যা ইচ্ছা তাই করছে। আইন-কানুন, নীতি-নৈতিতার ধার ধারছে না। তাদের কাছে নিয়মকানুন বা আন্তর্জাতিক বৈধতার কোন গুরুত্ব নেই। তাদের বিচারে ইরান দুষ্টু বা খারাপ। তাই তাদের বোমা গুলি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে শেষ করে দেওয়াই শ্রেষ্ঠ কাজ!

শক্তিধরের এমন দাওয়াই সভ্য পৃথিবীর লজ্জা, কলঙ্ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সারা পৃথিবী জুড়ে একসময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। সামরিক শক্তি ও বুদ্ধির জোরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তারা উপনিবেশ কায়েম করে দখল করে। বছরের পর বছর ধরে সেখান থেকে টাকা-পয়সা, সম্পদ লুট করে নিজের দেশে নিয়ে যেত। এভাবে অর্থনৈতিক শাসন চালিয়ে নিজের দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ছিল সেই ঔপনিবেশিকতার মূল কথা। বর্তমানে আমেরিকার নেতৃত্বে এক নয়া ঔপনিবেশীকতার জন্ম হয়েছে বলা যায়। এখন খনিজ তেল, গ্যাস বা অন্য প্রাকৃতিক সম্পদের গন্ধ যেখানে পাচ্ছে নানা ছলনা বা অছিলায় তারা সেই দেশকে আক্রমণ করছে। শক্তির জোরে সে দেশকে পরাজিত করে সেখানকার শাসক বদলে তারা নিজেদের পছন্দসই ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসাচ্ছে। বিজিত এলাকায় তারা সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে বছরের পর বছর ধরে খনিজ তেল বা অন্যান্য সম্পদ লুটের বন্দোবস্ত পাকা করছে। বর্তমান ইরান আক্রমণের পেছনেও আমেরিকার এই নয়া সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা কাজ করেছে।

ইরানে আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর পর তার ছেলে সেখানকার রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বে এসেছেন। আমেরিকা ঘোষণা করেছে, তাকেও হত্যা করা হবে। এই ধরনের ঘোষণা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গভীর উদ্বেগ তথা আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। এই ধরনের ঘোষণা গণতন্ত্রিক নিয়ম-নীতি, আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। আমেরিকা বলেছে, তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে ইরানের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নির্মূল করা এবং সেখানে সরকারের পরিবর্তন ঘটানো। আমেরিকার দোসর ইসরাইল তো সমরাস্ত্রের পাহাড় বানিয়েছে, তাদের হাতে পারমাণবিক বোমাও রয়েছে। ইসরাইল যদি সমরাস্ত্র বৃদ্ধি করতে পারে, ইরান আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কেন তা পারবে না? ইসরাইল পরমাণু বোমা ধ্বংস করবে না, বরং তার মজুত বৃদ্ধি করবে।

এটা দোষের নয়? সব দোষ ইরানের? এ কেমন আইন? আসল কথা হচ্ছে, দুর্জনেরা কোন আইন-কানুনের ধার ধারে না। বাস্তবতা হচ্ছে, ইরানের হাতে কোন পারমাণবিক বোমা নেই। বছরের পর বছর তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে নিজস্ব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে তারা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে যা ইসরাইল ও তার দোসর আমেরিকার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ইরানে সরকার পরিবর্তন করতে হয় তা করবে সেই দেশের জনগণ। তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অন্য দেশের নাক গলানো কেন? আমেরিকাকে এখানে মাতব্বরি করতে কে অনুমোদন দিয়েছে? আমেরিকার কার্যকলাপ অন্য দেশের সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি হস্তক্ষেপ। এটা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি, আইনে লঙ্ঘন। আমেরিকা ও ইসরাইলের বেআইনি কাজে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর কড়া প্রতিক্রিয়া ও পদক্ষেপ কোথায়?

গত বছর আমেরিকা বলেছিল, ইরানের পারমানবিক ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ আবার সেই অজুহাতে আবার ইরান আক্রমণ কেন? তাদের এই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সন্দেহের জন্ম দেয়। সমস্ত নীতি-নৈতিকতা শক্তির কাছে পদদলিত হচ্ছে যা কখনোই কাম্য নয়। বছরের পর বছর ইরানের ওপর নানা রকম অবরোধ চালিয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা। তা সত্ত্বেও নিজস্ব প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তারা মিসাইল, ড্রোন সহ যুদ্ধের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে তুলেছে। দু'সপ্তাহ হতে চলল ইরানের সঙ্গে আমেরিকা ও ইসরাইলের যুদ্ধ চলছে। ইরানের মুহুর্মুহু ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানা, হাইপারসনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আমেরিকা ও ইসরাইলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে এক নতুন ইতিহাস লিখতে চলছে বর্তমানে বদলে যাওয়াই ইরান।

বিশ্বের অর্থনীতি তথা খনিজ তেল রপ্তানিতে হরমুজ প্রণালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই হরমুজ প্রণালী ইরানের দখলে থাকায় বিপাকে পড়েছে আমেরিকা সহ পশ্চিমারা। আমেরিকা মুখে যতই হম্বিতম্বি করুক না কেন ইরান ইতিমধ্যে হরমুজ প্রণালীতে থাকা আমেরিকান জাহাজকে ধ্বংস করেছে। হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ থাকায় ভারতসহ বিভিন্ন দেশে খনিজ তেল ও গ্যাসের দাম হু হু করে বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গোটা বিশ্ব এক কঠিন পরিস্থিতি তথা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস চলছে, শুধু ভিয়েতনামে নয়, আফগানিস্তানেও লেজে গোবরে হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছে। আমেরিকার বিমান শক্তি তথা সামরিক পরিকাঠামো অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে বর্তমানে বদলে যাওয়া ইরান এবং সেখানকার মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আমেরিকাকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। মুখে তারা অনেক কিছুই বলছে কিন্তু বাস্তবে কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপন্নতা অনুভব করছে তারা।

বিশ্বের অপর দুই শক্তিধর রাষ্ট্র চীন এবং রাশিয়া সরাসরি ইরানের পক্ষে যুদ্ধে না নামলেও তারা ইরানকে রাজনৈতিক এবং কৌশলগত সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। ইরান যুদ্ধ বিশ্বের ভু- রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দিয়েছে। অনেক পশ্চিমা মিত্রই আমেরিকার অন্যায় আচরণকে সমর্থন দিচ্ছে না। অন্যদিকে এই যুদ্ধে ভারত কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চায় না, আবার ইসরাইল বা আমেরিকাকেও চটিয়ে চলতে চায় না। এই অবস্থান কতটা ফলপ্রসু হবে তা সময়ই বলবে।

এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোথায় শেষ হবে আমরা কেউ জানিনা। যুদ্ধ মানে ধংস ও মৃত্যু তথা রক্তের হোলি খেলা। যুদ্ধ কখনোই মানব সমাজকে এগিয়ে দেয় না, বরং পিছিয়ে দেয়। আমরা চাই দ্রুত এই যুদ্ধের অবসান হোক। বন্ধ হোক প্রাণের বিনাশ, বাঁচুক অর্থনীতি। আমেরিকা এবং ইসরাইলের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। জাগ্রত হোক বিশ্ব মানবতা। ইরান বলেছে, তারা দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে চালিয়ে যাবে। অন্যদিকে আমেরিকা ওই ইসরাইল পিছিয়ে গেলে ষ সেটা তাদের পরাজয় হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের ইতিহাস থেকে শিখতে হবে। পৃথিবীতে আর যাতে যুদ্ধ না হয় তা সকলে মিলেই সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রার্থনা, পৃথিবী জুড়ে বিরাজ করুক শান্তি। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরো এগিয়ে যাক। মানুষের হোক নৈতিক উত্তরণ। শান্তি প্রগতি এবং মৈত্রীই শেষ কথা বলুক। ভালো থাকুক ইরান, ভালো থাকুক বাকি বিশ্ব।

ইজরায়েল, ইরান ও আমেরিকাকে মধ্যপ্রাচ্যের মানুষদের কথা ভাবতে হবে

প্রদীপ মারিক

সৌদি আরবের সাধারণ মানুষ কোন দিন ভেবেছিল তার পাশের আকাশ ছোঁয়া ফ্ল্যাটে বোমা পড়বে। ইরান এমন ভাবে যেখানে সেখানে বোমা ফেলেছে। এ কি আরাজগতা। যেখানে একটা বোমা বানাতে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। সেই বোমা ধ্বংসের কাজে ব্যাবহার হবে। এক অনামি কবি প্রদীপ তাই লিখছেন, ইরান ইসরাইল আমেরিকা বোমা মারো আমাকে / আমার কোন কাজ নেই চাকরি হারা / আমার মত কষ্ট কেউ সহ্য করতে পারবে না / আমাকে উড়িয়ে দাও, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ মানুষকে মেরো না / ইসরাইল তোমাদের দেশেই তো যীশু আছে / সেই যীশু বিশ্ব ময়, আমি পেতে দিলাম বুক / আমার বুকে রকেট হানো, আমি সহ্য করে নেব / আমার চাকরি নেই, / কিন্তু নিরীহ মানুষদের মেরো না / জানো ট্রাম্প আমি অসহায় এক কবি / টাকা নেই মান সম্মান সব শেষ করেছে ওরা / ভীষ্মের শরশয্যায় দিন যাপন করছি / আমাকে মারো তোমরা সব ক্রোধ আমার ওপরে মেটাও / আমি অসহায় এক কবি / কিন্তু যুদ্ধ করো না, ট্রাম্প, নেতাহুয়া তোমার মায়েরা তোমাদের দুধ খাইয়ে বড় করেছে / আজ তোমার ই দেশের মায়েরা শিশুকে দুধ খাওয়াতে গিয়েই তোমাদের ছোঁড়া বোমায় মারা গেল / ভাবতে পারা নয়, ভাবো ভাবো ইরান, ইসরাইল, আমেরিকা / সবাইকে ছেড়ে দাও, আমি বলছি অসহায় চাকরি হারা কবি প্রদীপ / আমি বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমার ওপর তোমাদের যত বোমা নিক্ষেপ করো / কিন্তু যুদ্ধ করো না, শান্তি আনো / এ আমার কথা নয় তোমার মা বোন ভাই স্ত্রী সকলের কথা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব। ইরান এবং ইসরাইলের যুদ্ধ কেবল মাত্র দুই দেশে সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে আমেরিকার আস্ফালন অন্যদিকে ইরানের ভাঙবে তবু মচকাবনা এমন ভঙ্গি। এতে ক্ষতি হচ্ছে শুধু ইসরাইল বা ইরানের সাধারণ মানুষরা নয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, কাতার, বাহরিন, ইরাক, সৌদি আরব এবং জর্ডনের ও সাধারণ মানুষরাও বিপন্ন। ইরান ও ইজরায়েল দুই দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ভারতের। দুই দেশের সঙ্গেই বিপুল বাণিজ্য করে নয়াদিল্লি। ইরান থেকে তেল ক্রয়ের পাশাপাশি কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইরানের চাবাহার বন্দর। এই বন্দর ব্যবহার করে ইরানের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে দিল্লি। পাশাপাশি চিন ও পাকিস্তানকে চাপে রাখতে চাবাহার বন্দর কৌশলগত দিক থেকে ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যখন পাকিস্তানের গদর বন্দরে চিন ঢুকে পড়েছে, সেখানে চাবাহার সমঝোতা ভারতের কাছে কূটনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি নিয়ে আমেরিকা ধারাবাহিক ভাবে চাপ দিয়ে যাচ্ছিল ইরানকে। কয়েক দফা বৈঠকও হয়েছে দু'দেশের। এরই মধ্যে ইজরায়েল এবং আমেরিকার বাহিনী হামলা চালায় ইরানে। তারা যাতে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই হামলা চালিয়েছে পেন্টাগন, এমনই দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মার্কিন সেনার ওই হামলার পর পরই গোটা পশ্চিম এশিয়া জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সেই ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে ইরানও। তেহরানের বাহিনী ইজরায়েলের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, কাতার, বাহরিন, ইরাক, সৌদি আরব এবং জর্ডনেও হামলা শুরু করেছে। পশ্চিম এশিয়ায় পরিস্থিতি ক্রমে জটিল হতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে এই সামরিক অভিযানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে রাশিয়া-সহ বেশ কিছু দেশ। মার্কিন এবং ইজরায়েলি বাহিনীকে অবিলম্বে হামলা বন্ধ করে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক স্তরে সমাধানের পথ খোঁজার জন্য বলেছে রাশিয়া। মস্কোর বিদেশ মন্ত্রক এটিকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপ' বলে বর্ণনা করছে। নরওয়ে, বেলজিয়ামের মতো কিছু ইউরোপীয় দেশও এই সামরিক অভিযান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। বেলজিয়ামের বিদেশ মন্ত্রক পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছে,, ইরানের সরকারের ভুলের মাশুল যেন সে দেশের সাধারণ মানুষকে গুনতে না হয়। আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্র বেরিয়ে না আসাও দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করছে তারা। মুখ খুলেছে নরওয়েও। আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্য না করলেও ইজরায়েলের সামরিক অভিযান আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী বলেই ব্যাখ্যা করছে তারা।

ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সমঝোতা আলোচনার মধ্যে এই হামলা চালানো হলো। কয়েক সপ্তাহ ধরে ট্রাম্পের হুমকি এবং আট মাস আগের ১২ দিনের যুদ্ধের পর ইরানে আবার বড় ধরনে হামলার শিকার হলো। ইরানও ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানে দুই শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে। অপর দিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবু ধাবিতে নিহত হয়েছে সাধারণ মানুষ এবং দুবাইতেঅনেক সাধারণ মানুও আহত হয়েছেন।

যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রভাবিত হয়েছে বিমান পরিষেবা। ইরান আগেই নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ ইজরায়েলের আকাশসীমাও। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, বাহারিন, ইরাক, কুয়েত এবং কাতারও নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারতের এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগো-সহ বিভিন্ন দেশের উড়ান সংস্থার পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিগোর পাশাপাশি এয়ার ফ্রান্স, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ, ইবেরিয়া এক্সপ্রেস, জাপান এয়ারলাইন্স, লুফথানসা, এলওটি এয়ারলাইন্স, নরউইজিয়ান এয়ারলাইন্স, তুর্কিশ এয়ারলাইন্স, ভার্জিন অ্যাটলান্টিক, এয়ার আলজিরি, স্ক্যানডেনেভিয়ান এয়ারলাইন্স, উইজ এয়ার, পেগাসাস এয়ারলাইন্স, আইটিএ এয়ারওয়েজরে মতো উড়ান সংস্থাগুলি পশ্চিম এশিয়ার উপর দিয়ে বিমান আপাতত বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলিতে যাতায়াতের জন্য পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির আকাশসীমাকেই ব্যবহার করতে হয় ভারতকে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণের অন্যতম কেন্দ্র বলা চলে দুবাইকে। ভারত থেকে বিভিন্ন বিমান দুবাই হয়ে আমেরিকা এবং ইউরোপে যায়। আবার অস্ট্রেলিয়া বা সিঙ্গাপুরগামী অনেক বিমানও ভারত থেকে দুবাই হয়ে যাতায়াত করে। দুবাইয়ের আকাশ বন্ধ হওয়ার ফলে বিঘ্নিত হয়েছে বিভিন্ন উড়ান পরিষেবা। দুবাই, জেড্ডা, দোহা, আবু ধাবি, দাম্মাম, বাহারিন, শারজা, কুয়েত এবং রস আল্ -খাইমার মতো শহরগুলিতে পরিষেবা স্থগিত রেখেছে ইন্ডিগো।

ইরান ইসরাইল এবং অবশ্যই আমেরিকাকে ভাবতে হবে সন্ত্রাসবাদ কেবল ব্যাধি নয় এটা মানবতার শত্রু। এই মানবতার শত্রুকে চিরতরে উৎপাটিত করতে গেলে সমগ্র বিশ্বকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবতে হবে। মানবতার যাতে মৃত্যু না হয় তার জন্যই বিশ্ব শান্তির বার্তা দিতে সনাতন ধর্মের ভারতবর্ষকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বের শান্তি কামী সব দেশ ভারতবর্ষের দিকেই যে তাকিয়ে রয়েছে। বিশ্ব শান্তি ফেরাতে পারে এক মাত্র নরেন্দ্র মোদির চিন্তা ভাবনা, প্‌চেষ্টা এবং সনাতন ধর্মের ভারতবর্ষ।

শব্দকল্পদ্রুম ৯৮ — চর্চাবাসর

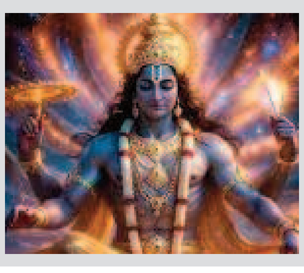

বাংলা শব্দ নারায়ণ (নারায়ণ) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, দুটি মূল শব্দের সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত নার (নর/নার) এবং আয়না (অয়ন)। এটিকে 'সমস্ত মানুষ যেখানে বিশ্রাম নেয়' বা 'মানবজাতির আশ্রয়' হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এটি সর্বব্যাপী বিশালতার প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলা এবং হিন্দু ধর্মতত্ত্বে, এটি বিষ্ণুর একটি বিশিষ্ট নাম।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

জ্বালানি গ্যাস ও জলসংকট, ভোগান্তিতে দুর্গাপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে তীব্র জলসংকটের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর দাবি, প্রায় ২০ দিন ধরে নিয়মিত জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বহু মানুষকে বাধ্য হয়ে জল কিনে দৈনন্দিন কাজ চালাতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, প্রতিদিনই জল পাওয়ার জন্য হাহাকার পড়ে যাচ্ছে। অনেক এলাকায় ট্যাপ খুললেও জল আসছে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। রান্না, পানীয় জল থেকে শুরু করে দৈনন্দিন নানা কাজে সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে জল বিক্রেতারাও চাপে পড়েছেন। এক জল বিক্রেতা জানান, বর্তমানে জলের চাহিদা এতটাই বেড়ে গেছে যে পর্যাপ্ত সাপ্লাই দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক এলাকায় চাহিদা থাকা সত্ত্বেও জল পৌঁছে দেওয়া

যাচ্ছে না। জানা গেছে, রেলওয়ে এক্সটেনশনের কাজ চলাকালীন দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড (ডিপিএল)-এর একটি প্রধান জলের পাইপলাইন ফেটে যায়। তার জেরেই একাধিক এলাকায় জল সরবরাহে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

দঃ দিনাজপুরে মিড-ডে মিলে বাড়তি পুষ্টি যোগ

গ্যাসের ঘাটতি নেই, বলল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকটের মেঘ ঘনালেও দক্ষিণ দিনাজপুরের স্কুলগুলির মিড-ডে মিল নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। অন্যদিকে, জেলার প্রায় ২ হাজারের বেশি স্কুলের ২ লক্ষের বেশি পড়ুয়ার জন্য রাজ্য সরকারের ঘোষিত অতিরিক্ত ডিম ও ঋতুভিত্তিক ফল (সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন) দেওয়ার কাজ পুরোদমে শুরু হতে চলেছে। বিশ্ব রাজনীতির অস্থিরতায় রান্নার গ্যাসের (এলপিজি) জোগান নিয়ে সাময়িক উদ্বেগ তৈরি হলেও জেলা প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে, জেলায় গ্যাসের কোনও ঘাটতি নেই। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৩১ মার্চের মধ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের ১২ দিন অতিরিক্ত ডিম বা মরসুমি ফল দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। সেই নির্দেশিকা প্রকাশিত হবার পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে নির্দেশিকা বিদ্যালয়গুলিতে এসে না পৌঁছানোর কারনে একটি সংশয় তৈরি হয়েছিল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে। অবশেষে বিভিন্ন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর এবং পুরসভাগুলি থেকে নির্দেশিকা পেতে শুরু করেছে বিদ্যালয়গুলি। ইতিমধ্যে জেলার বেশ কিছু স্কুলে এই বিশেষ পুষ্টি প্রকল্প চালু হয়ে গিয়েছে। বাকি স্কুলগুলোতেও যাতে দ্রুত এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের তরফে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি সংকটের খবর ছড়িয়ে পড়ায় অনেক স্কুল কর্তৃপক্ষের মনে গ্যাসের জোগান নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পড়ুয়া ও অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেছে জেলা প্রশাসন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা মিড-ডে মিল প্রকল্পের জেলা নোডাল অফিসার বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, 'আমরা গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন এজেন্সিগুলোর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছি। তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে জেলায় রান্নার গ্যাসের কোনো ঘাটতি নেই। যদি কোনও নির্দিষ্ট বিদ্যালয় সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে তারা আমাদের জানালে আমরা তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' পাশাপাশি মিড-ডে মিল প্রকল্পের বাড়তি পুষ্টি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সাপ্লিমেন্টারি নিউট্রিশন যাতে প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছায়, সেজন্য অতিরিক্ত জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই জেলার সমস্ত ব্লক ও পুরসভাগুলোতে কড়া নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। নোডাল অফিসারের আশ্বাস অনুযায়ী, যে সমস্ত বিদ্যালয়ে এখনও এই প্রক্রিয়া শুরু হয়নি, সেখানে খুব শীঘ্রই ডিম ও ফল দেওয়া শুরু হবে।'

গ্যাসের জোগান অনিশ্চিত

পয়লা বৈশাখের জন্য মিষ্টি তৈরির বরাত নিতে পিছপা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সামনেই রয়েছে পয়লা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষের দোকানদাররা অনেকেই হালখাতা করেন। হালখাতার দিন খদ্দেরদের মিষ্টিমুখ করানোর চল রয়েছে। যুদ্ধের আঁচে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ার সঙ্গে জোগান অনেকটাই কমেছে। টাকা দিয়েও সময়ে মিলছে না সিলিন্ডার। এর ফলে ফাঁপরে পড়েছেন মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। তার জন্য অনেক আগে থেকে মিষ্টির বরাত দিতে হয়। কিন্তু গ্যাসের জোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় পয়লা বৈশাখের জন্য মিষ্টি তৈরির বরাত নিতে পিছপা হচ্ছেন অনেক দোকানদার। কেউ কেউ এমনও আশঙ্কা করছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে এবার হয়তো মিষ্টি ছাড়াই হালখাতা সারতে হবে। মিষ্টি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, চলতি মাসের গোড়ায় ডিলারদের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রথমে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার (বাড়ির রান্নার গ্যাস) সরবরাহ করা হবে। তারপরে দোকানদারদের কমার্শিয়াল গ্যাস দেওয়া হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কমার্শিয়াল গ্যাসের যা চাহিদা থাকে, তার মাত্র ৪০ শতাংশ পাওয়া যাচ্ছে। কোনও কোনও ডিলার কমার্শিয়াল গ্যাসের সাপ্লাই পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছেন। ডিলাররা ভয়ে দোকানদারদের ফোন পর্যন্ত ধরছেন না। তাতে পয়লা বৈশাখের আগে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কারণ, গ্যাস ছাড়া মিষ্টির দোকান এখন অচল। বড় বড় মিষ্টি দোকানে কাঠের উনুন অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে গ্যাসের জোগান স্বাভাবিক না হলে মিষ্টি দোকান চালানো মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। হুগলির রিষড়ার প্রখ্যাত মিষ্টি প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধার বলেন, 'বাণিজ্যিক গ্যাসের পরিষেবা থমকে যাওয়ায় মিষ্টান্ন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাটাই এখন আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আমরা মিষ্টির অর্ডার নিতে পারছি না। পয়লা বৈশাখ ও হালখাতা হয়তো এ বার মিষ্টি ছাড়াই পালন করতে হবে।'

SBI | **এসবিআই এসএমই, নিউ আলিপুর শাখা (১২৩০৫)**
২য় তল, ২৪/১/১, আলিপুর রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭
ইমেল - sbi.12305@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/C No.42863549911, অ্যাকাউন্ট নাম : অভিষেক ফার্মাসিউটিক্যাল

যেহেতু

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২), ২০০২ এর সারফেসি আইনের ১৩(২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২২.১২.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **১) অভিষেক ফার্মাসিউটিক্যাল-একতলা, ৮৭/১২/২৩ আইডি, রাজা এস সি মল্লিক রোড, নাকতলা, কলকাতা - ৭০০০৪৭** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,০৭,০৭,৮২৪.৯২ টাকা (এক কোটি সাত লাখ সাত হাজার আটশ চব্বিশ টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ২২.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১,০৭,০৭,৮২৪.৯২ টাকা (এক কোটি সাত লাখ সাত হাজার আটশ চব্বিশ টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ২২.১২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ১(এক) বাংলো টাইপ দোতলা বসবাসের ভবন, **৬(ছয়) কাঠা** সমপরিমাপ **৪৩২০ বর্গফুট** এবং তদস্থিত বাংলো নাম "**রুদ্রবীণা**", নির্মিত উক্ত জমির প্লটে নম্বর ইউনিট নং এ-১৪, এবং আরএস দাগ নং ১৫৬৯, এলআর দাগ নং ১৫৮৯, এলআর খতিয়ান নং ২৩৮১, নির্মিত এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৩৬২৫ বর্গফুট (অর্থাৎ দোতলায় ১৬২৫ বর্গফুট এবং একতলায় ২০০০ বর্গফুট) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, ৩ বেড রুম, ৩ টয়লেট, ১ লাউঞ্জ, ১ খোলা টেরেস, বারান্দা দোতলায় এবং ১ বেড রুম, ২ টয়লেট, ১ বারান্দা, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ স্টোর, ১ পূজা ঘর, ১ ইউটিলিটি, ১ সপ্লাস পুল, ১ সার্ভেন্ট রুম, সংযুক্ত টয়লেট, ২ খোলা কার পার্কিং, একতলায় উক্ত বাংলোর টাইপ দোতলা ভবন, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ মৌজা : রাইপুর, কালিকাপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআর : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন কোড - ৭০০১৫০। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ৯ মিটার রোড। **দক্ষিণে :** এ-১৫। **পূর্বে :** এ-৩০। **পশ্চিমে :** ১৮ মিটার রোড।

দলিলের বিস্তারিত : নথিভুক্ত বুক নং -১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০২২, পৃষ্ঠা ৬৩৩ থেকে ৬৮৮, দলিল নং ১৯০১০৯৬১০-২০২১ সালের, এআরএ-১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

স্বত্বাধিকারী : শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায়, পিতা শ্রী অজিত কৃষ্ণ রায়, শ্রীমতি পিয়ালী রায়, স্বামী শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায় এর নামে।

তারিখ : ১১.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK | **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
মোবাইল নং : ৭৯৮০৯২০২৫৩ এবং ৭৯৮০৩৫১৫২১
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আইডিবিআই ব্যাংক লি. এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৩ সহ পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচের অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত তারিখে দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছে, যাতে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ডিমান্ড নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ, অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতারা অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণদের বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের, বিশেষ করে, এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে, এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লি. কে উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের জন্য অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ চার্জ করা হবে।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রীমতি সুজাতা কবিরাজ বোস (ঋণগ্রহীতা), শ্রী জ্যোতিপ্রসাদ কবিরাজ (সহ ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী দুলাল চন্দ্র কবিরাজ (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩৩২, ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩১৮, ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩০১, ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩৫৬, ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩২৫, ১১৩৭৬৭৫১০০০০২৩৪৯**	১. ২৩.১২.২০২৫ ২. ১০.০৩.২০২৬ ৩. ৮৮,৫২,৭৬৫.০০ টাকা (অষ্টআশি লাখ বাহান্ন হাজার সাতশ পঁয়ষট্টি টাকা) ১০.১০.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.১০.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১০.৫০ ডেসিমেল সমপরিমাপ কমবেশি ৪,৫৭৪ বর্গফুট, দাগ নং ৪৯, খতিয়ান নং ১৫৫, জেএল নং ১৬৬, আরএস নং ৫৫, তৌজি নং ৩৫২৬, মৌজা - সাহাপুর, থানা : হাবড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ৮৭/১০৪৫, ওয়ার্ড নং ৫ গোবরডাঙ্গা পুরসভা অধীন সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ চৌহদ্দি : উত্তরে : হেমচন্দ্র মন্ডলের ভবন। দক্ষিণে : মালিকের খালি জমি। পূর্বে : মালিকের জমি এবং জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস। পশ্চিমে : গোলাম মোস্তাফার জমি।

তারিখ : ১৩.০৩.২০২৬ স্থান : কলকাতা
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা**
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৭৭৯৫৮৫৩৮৭ (ক্রম নং ০১)

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১/৯৬৭৪৭৪১৯২৮ (ক্রম নং ০২ এবং ক্রম নং ০৩)

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.০৩.২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৫,৪৩, ৩৩,৭৫৮.৬২ টাকা (পনের কোটি তেতাল্লিশ লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশ আটান্ন টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) টাকা ৩১.০৭.২০২১** থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রাইভেট লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস কারনানি এস্টেট, ৪র্থ তল, সুট নং ১০৯এ, ২০৯, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭ এবং **ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ এর নাম (ক) শ্রী পঙ্কজ কুমার দাস (জামিনদাতা)** পিতা মণি কান্ত দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(খ) শ্রীমতি সমপদা ঐশ্বর্য (জামিনদাতা)** স্বামী পঙ্কজ কুমার দাস ঠিকানা ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(গ) শ্রী নীরজ দাস (জামিনদাতা)** পিতা মণি কান্ত দাস ফ্ল্যাট নং ৩সি, সানি ডিউ, মজুমদারপাড়া, গড়িয়া, কলকাতা -৭০০০৮৪ **(ঘ) শ্রী ব্রিজেশ ভগত (জামিনদাতা)** পিতা জগদীশ ভগত ঠিকানা টাওয়ার ৫, ফ্ল্যাট ৯বি, সাউথ সিটি, ৩৭৫ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৮ কাছ থেকে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.০৩.২০২৬ এবং ২৩.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
বাণিজ্যিক স্পেস সমুদয় ৫মতল বহুতল ভবনে নাম ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩১৭৬ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- মনোহরপুর, ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অদীন, টি এন মুখার্জি রোড এর পাশে, এবং রেলওয়ে ক্রসিং এর নিকট, থানা : ডানকুনি, এডিএসআর জনাই, জেলা : হুগলি- ৭১২৩১১। **দলিল নং ০৫২৪০ -২০১১ সালের** তারিখ ০৯.০৮.২০১১, সম্পত্তি **মেসার্স এক্সপ্রেস ইনফ্রাটেক প্রা লি. এর নামে।** **ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ভবনের খালি জমি বিক্রেতার জমি। দক্ষিণে : বর্তমান খালি জমি ভবনের , টিএন মুখার্জি রোড। পূর্বে : বিশ্বনাথ ঘোষ এবং অন্যান্যর ভবন। পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক, পূর্ব রেলওয়ে কর্ড লাইন এবং নীলমণি গুপ্ত এর ভবন।	২,৯৪,০০,০০০.০০ টাকা	২৯,৪০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.০৩.২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৬৭,৭০, ১৬,৫৩৩.১৮ টাকা (সাতষট্টি কোটি সত্তর লাখ যোলো হাজার পাঁচশ তেত্রিশ টাকা এবং আঠার পয়সা) টাকা ১৩.১২.২০১২** অনুযায়ী ০১.০৮.২০১২ থেকে অধার্য সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে (৩১.০৭.২০১২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ) পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **বিশ্বরূপা স্টিল প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **এবং জামিনদাতাগণ - ১) শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **২) শ্রী সোমনাথ ঘোষ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** ১৫৪, বি কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৫ **৩) সান ফাইটো কেমিক্যালস লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৪) শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৫) বিশ্বরূপা টিউবস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৬) সরকার গ্রে আয়রণ প্রোডাক্টস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৭) সুষমা থার্ড (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **৮) স্কাইরাইস ট্রেডার্স প্রা লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৯) বিশ্বরূপা রোলিং মিলস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **১০) বিশ্বরূপা কাস্টিং প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ কাছ থেকে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.০৩.২০২৬ এবং ২৩.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
বাণিজ্যিক ভবন অফিস রুম নং ৪০৫, ৪র্থতলে, ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড, মনোহরপুর, ডানকুনি রেল গেট নং ০৮, ওয়ার্ড নং ০৯,জেএল নং -৯৮, থানা - ডানকুনি হুগলি- ৭১২৩১১, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা (আধা শহর), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া : ৯০০৪.৮ বর্গফুট, দলিল নং ১৭৮১-২০১১ সালের। জমির স্বত্বাধিকারী : **বিশ্বরূপা স্টিল প্রা লি.**। **সম্পত্তি আইডি : SBINVSPL01DANKUNI** । **চৌহদ্দি :** উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : সিঁড়ি। পূর্বে : করিডর। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	১,৯১,০০,০০০.০০ টাকা	১৯,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ৫০,০০০.০০	

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ৩০.০৩.২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৪২,৭১, ২৫,৪৩৬.৫০ টাকা (বিয়াল্লিশ কোটি একাত্তর লাখ পঁচিশ হাজার চারশ ছত্রিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ১৩.১২.২০১২** অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০১২ থেকে অধার্য সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে (৩১.০৭.২০১২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ) পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **বিশ্বরূপা টিউবস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **এবং জামিনদাতাগণ - ১) শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **২) শ্রী সোমনাথ ঘোষ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** ১৫৪, বি কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৫ **৩) সান ফাইটো কেমিক্যালস লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৪) শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৫) বিশ্বরূপা স্টিলস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৬) সরকার গ্রে আয়রণ প্রোডাক্টস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ কাছ থেকে।

সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ২২.০৩.২০২৬ এবং ২৩.০৩.২০২৬, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
বাণিজ্যিক ভবন অফিস রুম নং ৩০৫, ৩য়তলে, এবং অংশ অফিস রুম নং ৪০৫, ৪র্থতলে, ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড, মৌজা- মনোহরপুর, ডানকুনি, রেল গেট নং ৮, ওয়ার্ড নং ০৯, জেএল নং ৯৮, থানা - ডানকুনি, হুগলি, পিন - ৭১২৩১১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া : ৪৫৫৪ বর্গফুট দলিল নং ১৪৪৬-২০১১ সালের। জমির মালিক : **বিশ্বরূপা টিউবস প্রা লি.**। সম্পত্তি আইডি : **SBINVTPL01DANKUNI**। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : করিডর, দক্ষিণে : সিঁড়ি। পূর্বে : করিডর। পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	১,৩৩,০০,০০০.০০ টাকা	১৩,৩০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ৫০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

"ফর্ম নং ইউআরসি-২"
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে '**সুপারলাইট কমোসেলস এলএলপি**' এক ব্যবসায়িক সংস্থা শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে :

ক) ক্রেতা, বিক্রেতা, লেনদেনকারী, মার্চেন্ট, আমদানিকারক, রফতানিকারী, ইনডেনচার, ব্রোকার, কমিশন এজেন্ট,ডিস্ট্রিবিউটর, স্টকিস্ট এর ব্যবসা পরিচালনা এবং প্রতিনিধি এবং ডিলার সংশ্লিষ্ট সকল দ্রব্য, কমোডিটিস এবং সকল রকমের এবং বিবরিত মার্চেন্ডাইস সহ এবং সীমিত নয় সকল রকমের টেক্সটাইল, শাড়ি, ড্রেস মেটেরিয়াল, কটন, সিল্ক, উল, তন্তু, সিন্থেটিক ফাইবার,রেডিমেড গার্মেন্টি, হ্যান্ডিক্র্যাফট এবং টেক্সটাইল প্রোডাক্ট, উড, টিম্বার এবং টিম্বার প্রোডাক্ট, জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি, ইমিটেশন জুয়েলারি সহ, প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক গুডস, রাবার এবং রাবার প্রোডাক্টস, লেদার , লেদার গার্মেন্টস এবং ফিনিসড লেদার গুডস, আয়রন এবং স্টিল, স্টেনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, ফেরাস এবং নন-ফেরাস মেটাল, মিনারেলস এবং মেটাল প্রোডাক্ট, এডিবল এবং নন এডিবল অয়েল এবং অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট, সোপ, ডিটারজেন্ট, কসমেটিক, কেমিক্যালস, ফার্টিলাইজার, পেইন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস, সিমেন্ট, কনস্ট্রাকশন মেটেলিয়াল, বিল্ডিং মেটেরিয়াল এবং হাউস ইক্যুইপমেন্ট, কোল, কোক, কোল টার, মাইকা এবং মিনারেল প্রোডাক্ট, পেপার, প্যাকেজিং মেটেলিয়াল এবং স্টেশনারি, ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস, মেশিনারি, টুলস, এবং হার্ডওয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক গুডস এবং কম্পোনেন্ট, কম্পিউটার হার্ডওয়ার, সফটওয়ার এবং ডেটা মেটেলিয়াল, অটোমোবিল এবং অটোমোবিল পার্টস, মেডিকেল, সার্জিক্যাল এবং ডায়াগোনস্টিক ইক্যুইপমেন্ট এবং মেডিসিন, কনজিউমার গুডস, কনজিউমার ডিউরেবলস, টয়, এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট, ড্রাই ফ্লাওয়ার এবং অ্যালায়েড প্রোডাক্ট, এবং সকল ধরনের গুডস, আর্টিকেলস এবং মার্চেন্ডাইস ভারতে বা বিদেশে।

খ) নির্মাতা, প্রসেসর, অ্যাসেম্বলার, রিফাইনার, কাল্টিভেটর, মাইনার, প্যাকার এর ব্যবসা পরিচালনা এবং উৎপাদক সকল ধরনের দ্রব্যাদি এবং মেটেলিয়াল , টেক্সটাইল, গার্মেন্ট, লেদার গুডস, প্লাস্টিক গুডস, রাবার প্রোডাক্ট, কেমিক্যাল, ফার্টিলাইজার, ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস, মেশিনারি, কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল, ফুড প্রোডাক্ট, অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট, মিনারেলস, মেটাল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক গুডস, কনজিউমার প্রোডাক্ট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রোডাক্ট যা উৎপাদনে সুবিধা এবং লেনদেন কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদিত হতে পারে সবই উৎপাদক।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধের একটি অনুলিপি রুম নং ৮, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রোড পাতিপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৮ অফিসে কর্মদিবসে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে যে কোনও ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড ১২২০৫০-এর রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, এবং একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারেন।

সুপারলাইট কমোসেলস এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/- শ্রদ্ধা সারোগি
(ডেজিগনেটেড পার্টনার)
ডিপিআইএন : ০৯২৬৩০৮২

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩-০৩-২০২৬

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় **''পাবলিক অকশন''** করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	জামানত ঋণ	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1. ওমনিভিরা লার্ণিং সলুশন্স প্রাঃ লিঃ (ইহার ডাইরেক্টর সৌরভ জে সরকার মাধ্যমে) 2. সৌরভ জে সরকার 3. রীনা জিয়ানদানি সরকার 4. কর্মযোগ ফর টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরী ফাউণ্ডেশন (ইহার প্রেসিডেন্ট সৌরভ জে সরকার মাধ্যমে)	সম্পত্তির সমস্ত খণ্ড ও অংশের বিবরণ : ক) বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা – বিধাননগর (সল্টলেক সিটি), উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি সীমার এক্তিয়ারের মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 14 অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং 142, সি.এস. খতিয়ান নং 142/123, আর.এস. কৃষি খতিয়ান নং 257, এল.আর.ফাহাটান নং 562 এবং এসএফ7, জে.এল. নং 18, আর.এস. নং 2বিজেড, তৌজি নং 169 অধীনে আর.এস. দাগ নং 232–এর অংশ গঠন করা প্রায় 6 কাঠা, 12 ছটাক ও 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে বা তার ওপর গঠিত ও নির্মিত উল্লেখিত জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত পক্ষপাতহীন এবং তারতম্যযোগ্য ভাগীদারি স্বার্থ ও মালিকানার সঙ্গে একত্রে মৌজা মহিষবাথান হওয়া ''আনন্দ ভবন'' হিসাবে নামযুক্ত ও পরিচিত ইমারতের সমগ্র ফার্স্ট ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং 4বি, যার পরিমাপ প্রায় 3060 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। খ) বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা – বিধাননগর (সল্টলেক সিটি), উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি সীমার এক্তিয়ারের মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 14 অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং 142, সি.এস. খতিয়ান নং 142/123, আর.এস. কৃষি খতিয়ান নং 257, এল.আর.ফাহাটান নং 562 এবং এসএফ7, জে.এল. নং 18, আর.এস. নং 2বিজেড, তৌজি নং 169 অধীনে আর.এস. দাগ নং 232–এর অংশ গঠন করা প্রায় 6 কাঠা, 12 ছটাক ও 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে বা তার ওপর গঠিত ও নির্মিত উল্লেখিত জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত পক্ষপাতহীন এবং তারতম্যযোগ্য ভাগীদারি স্বার্থ ও মালিকানার সঙ্গে একত্রে মৌজা মহিষবাথান হওয়া ''আনন্দ ভবন'' হিসাবে নামযুক্ত ও পরিচিত ইমারতের থার্ড ফ্লোরের দক্ষিণ–পশ্চিম অংশে ফ্ল্যাট নং এফ, যার পরিমাপ প্রায় 1091 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। গ) বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা – বিধাননগর (সল্টলেক সিটি), উত্তর 24 পরগণা জেলাতে, বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি সীমার এক্তিয়ারের মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 14 অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং 142, সি.এস. খতিয়ান নং 142/123, আর.এস. কৃষি খতিয়ান নং 257, এল.আর.ফাহাটান নং 562 এবং এসএফ7, জে.এল. নং 18, আর.এস. নং 2বিজেড, তৌজি নং 169 অধীনে আর.এস. দাগ নং 232–এর অংশ গঠন করা প্রায় 6 কাঠা, 13 ছটাক ও 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির প্লটে বা তার ওপর গঠিত ও নির্মিত উল্লেখিত জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত পক্ষপাতহীন এবং তারতম্যযোগ্য ভাগীদারি স্বার্থ ও মালিকানার সঙ্গে একত্রে মৌজা মহিষবাথান হওয়া ''আনন্দ ভবন'' হিসাবে নামযুক্ত ও পরিচিত ইমারতের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে (দক্ষিণ–পূর্ব অংশ) ফ্ল্যাটের পরিমাপ প্রায় 1969 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)।	H1729927 08211101 29, H1729931 08210339 58, KOLHL20 000040	18-11-2025/ 24-12-2025	টাঃ 24,78,214.97/-	10-03-2025 তারিখের দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 04-03-2025 তারিখের হিসাবে মোট বাকিপড়া বকেয়া টাঃ 2,64,90,711.27/-	টাঃ 2,47,82,149.69/-	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সকল কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5:30 পর্যন্ত	17/04/2026 তারিখে বেলা 12:30 থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI অহিনের বধানের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে **''যেখানে যেমন ভিত্তিতে'' এবং ''যেখানে যেমন অবস্থায় আছে''** এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র16/04/2026-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. ''এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড''-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা17/04/2026-তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল18/04/2026, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক তথ্যের জন্যে, সম্ভাব্য নিলাম ডাকা পক্ষগণ যোগাযোগ করতে পারেন অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে, অর্থাৎ **নাম – শ্রী সতীশা আর, যোগাযোগ করার নং 9738141146 এবং শ্রী বিকাশ সিং, যোগাযোগ করার নং 8669189048 এল&টি ফিন্যান্স লিঃ, বৃন্দাবন, প্লট নং 177, সি.এস.টি রোড, কালিনা, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098, মহারাষ্ট্র, ভারত, যোগাযোগ করার নং 0222–68076666.** ই-অকশনের যেকোনো পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক কোনো কারণ না দর্শিয়ে এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিড/অফার গ্রহণ/খারিজ/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল করতে বা মুলতবি রাখতে পারেন।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 13.03.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

কোনও রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না: হুমায়ুন

মিমের সঙ্গে জোট কথা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'বিধানসভা নির্বাচনে কোনও রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। না বিজেপি পারবে, না তৃণমূল পারবে। একশোর বেশি আসন নিয়ে আমরা বিধানসভায় যাব। উপমুখ্যমন্ত্রী দাবি জানাব।' মালদায় সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা মুর্শিদাবাদ জেলার রেজিনগরের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে অ্যাড জুডিকেশন তালিকায় থাকা ভোটারদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে ডেপুটেশন দেয় জনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মকর্তারা। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হুমায়ুন কবির। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, 'আমার কাছে প্রমাণ আছে অ্যাড জুডিকেশন তালিকায় থাকা ৩০ শতাংশ মানুষের নাম

ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হবে। সেটা হলে সুপ্রিম কোর্টে যাব। আইএসএফ, কংগ্রেস সিপিমের সঙ্গে জোট হবে না। মিমের সঙ্গে জোট হচ্ছে।' প্রশাসনকে ডেপুটেশন দেওয়ার পর এদিন মালদা প্রেস কর্নারে একটি সাংবাদিক বৈঠকে করে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর বলেন, 'রাজ্যে অন্যান্য দলের সাথে টেক্কা দিয়েই নির্বাচনী লড়বো। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ১৮২টি বিধানসভা কেন্দ্রে আমার দলের প্রার্থী থাকবে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই প্রার্থী থাকছে। এছাড়াও দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতাতেও আমাদের দলের প্রার্থীরা লড়াই করবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এবারে রাজ্যে তৃণমূল বা বিজেপি কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গড়তে পারবে না।' এক্ষেত্রে অবশ্যই তার দলকে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে বলে দাবি করেন হুমায়ুন। যে দল তাঁকে উপমুখ্যমন্ত্রী পদে বসাবে তাকেই সমর্থন জানাবে জনতা উন্নয়ন পার্টি।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, 'হুমায়ুন কবীর উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কি উত্তর দেব নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। উনি বিজেপির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন। আর পাগলের মতো ভুলভাল বকে যাচ্ছে। এটা মানুষের কাছে হাস্যকর।' কংগ্রেসের জেলার সাধারণ সম্পাদক অর্জুন হালদার বলেন, 'এমন মন্তব্য শুনে আমি কেন সাধারণ মানুষই হাসবে। ওনার মনে হয়েছে উনি বলেছেন।' বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কে কি মন্তব্য করলো, সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে এখানে ত্রিশঙ্কুর কোনও গল্প নেই। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসছে বিজেপি। পরিবর্তন রথযাত্রার কর্মসূচিতে সেই আভাস আমরা পেয়ে গিয়েছি।'

এলপিজি গ্যাসের সংকট

মিড ডে মিলের রান্না কাঠের জ্বালানিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: যুদ্ধের কারণে এলপিজি গ্যাসে অপ্রতুলতার জেরে কোপ পড়লো এবার স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্যাস সংকট নিয়ে বলেছিলেন, 'হাসপাতাল, মিড ডে মিলের রান্নার এলপিজি গ্যাসের সংকট যেন না হয়।' অথচ ডিলার ও ডেলিভারি ম্যানদের অসহযোগিতায় উল্টো ছবি দেখা গেল বসিরহাট মহকুমা সীমান্ত থেকে সুন্দরবনের একাধিক স্কুলে। গ্যাসের পরিবর্তে কাঠের জালে রান্না করছে মিড ডে মিল কর্মীরা। বসিরহাটের সাইপালা প্রাথমিক বিদ্যালয়, এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১০০০অধিক। আর সেখানেই সকাল থেকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ করে শিশু শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত মিড ডে মিলের রান্না হচ্ছে কাঠের জালে। সেই সঙ্গে চোখে জল ঝরা জ্বালাপোড়ার মধ্যে আগুনের

তাপে মিড ডে মিলের কর্মীরা শিশুদের খাবারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার উপরে কাঠের জ্বালানির দাম বাড়ছে দ্বিগুণ। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিলয় সরকার তিনি বলেন, 'সরকার বলছে মিড ডে মিল চালু রাখ তে। তাই গ্যাসের পরিবর্তে কাঠের জ্বালানো দিয়ে রান্না করছি। গ্যাসের পর্যাপ্ত সাপ্লাই নেই। তা সত্ত্বেও শিশুরা যাতে মিড ডে মিল থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।' মিড ডে মিল কর্মী পাপড়ি দে বলেন, 'গ্যাসে রান্না হয় বলে কাঠ রাখা হয় না বাচ্চাদের জন্য রান্না করতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে কাঠে রান্না করছি। এরপরে গ্যাস যদি না হয় তাহলে হয়তো মিড ডে মিল বন্ধ হতে পারে, কারণ কাঠের জ্বালানির যোগান কম। আমরা চাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মিড ডে মিল থেকে বঞ্চিত না হয় আগের মতই গ্যাস সাপ্লাই যেন স্বাভাবিক হয়।'

নশিপুর হল্ট স্টেশনে ফের থামবে রেলের চাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ২২ বছর পর ফের নশিপুরে থামবে রেলের চাকা। পূর্ব রেলের শিয়ালদা-লালগোলা-নশিপুর শাখায় হল্ট স্টেশনের শিলান্যাস হল বৃহস্পতিবার। শিলান্যাস করেন শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নসীপুর হল্ট স্টেশনের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। দীর্ঘদিনের প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নশিপুর হল্ট স্টেশন পুনরায় চালু করার উদ্যোগ নিল ভারতীয় রেল দপ্তর। ২০০৪ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া এই স্টেশনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দুপুরে নশীপুর হল্ট স্টেশনে শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা, মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গৌরী শঙ্কর ঘোষ, বিজেপি নেতা সৌমেন মন্ডল সহ রেলের অন্যান্য আধিকারিক এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। রেলের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের দাবি ছিল নশিপুর হল্ট স্টেশনটি পুনরায় চালু করার। সেই দাবিকে গুরুত্ব দিয়েই স্টেশনটি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। নির্মাণ বায় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা।' তিনি আরও জানান, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোলে আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যেই স্টেশনটির নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করে যাত্রী পরিষেবা চালু করা হবে। এর ফলে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। দুটি প্লাটফর্ম, টিকিট কাউন্টার, ফুট ওভারব্রিজ পানীয় জলের ব্যবস্থা ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নশিপুর হল্ট স্টেশন পুনরায় চালু হলে আশপাশের এলাকার মানুষের যাতায়াত

অনেকটাই সহজ হবে। এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে। পর্যটন শিল্পে জোওয়ার আসবে। বহু পর্যটক নশিপুর হল্ট স্টেশনে নেমে অনেক ঐতিহাসিক স্থাপত্য দেখার সুযোগ পাবেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা মুর্শিদাবাদ বিধানসভার বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষ রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সর্বোপরি ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, নশিপুর হল্ট স্টেশন চালু হলে সময় বাঁচবে পাশাপাশি আর্থিক সাশ্রয় হবে। এতদিন স্থানীয়দের মুর্শিদাবাদ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হত। তার জন্য কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট সময় লেগে যেত। যাতায়াত বাবদ খরচ লাগতো ২০ থেকে ৩০ টাকা বা তারও বেশি। মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গৌরিশঙ্কর ঘোষ বলেন, 'এডপিএ সরকার এই হল্ট স্টেশন বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। ২০২১ সালের নির্বাচনে এলাকার মানুষকে কথা দিয়েছিলাম বাংলায় বিজেপি সরকার এলে ফের স্টেশন চালু করব। আমরা সরকারে আসতে পারিনি কিন্তু মানুষের দাবি মেটাতে পেরেছি।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে এসে তালা বন্ধ দেখে ক্ষুব্ধ অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল আজ তাঁর নির্বাচনী এলাকার নুপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ নুপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি তালাবদ্ধ থাকায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আজ ১২ মার্চ এবং এটি জাতীয় ছুটির দিনও নয়, রাষ্ট্রীয় ছুটিও নয়। তাহলে, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি কেন তালাবদ্ধ তার উত্তর কে দেবে?' তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেন যে তাঁর নেতৃত্বে বাংলা প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। এটাই কি অগ্রগতির উদাহরণ? এখানকার মানুষ এবং শিশুরা কি অসুস্থ হয় না? স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি কেন বন্ধ থাকে?' এরপর বিজেপি নেত্রী ওই অঞ্চলের এলাকাবাসীদের আশ্বাস দেন, 'বিজেপি সরকার গঠিত হলে এইসব অরাজকতা হবে না। দরিদ্ররা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা, সঠিক ওষুধ এবং সুশাসন পাবেন।' তবে এই প্রসঙ্গে বল্লভপুর পঞ্চায়েত উপ-প্রধান সিদন মণ্ডল জানিয়েছেন, 'চার বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, এতদিন অগ্নিমিত্রা পাল কোথায় ছিলেন? এত দিন এখানে আসার সময় পাননি। এখন যখন নির্বাচন ঘনিয়ে এসেছে, তখন তিনি কেবল শিরোনামে আসার জন্য এখানে আসছেন।' তিনি আরও বলেন, 'আজ স্থানীয় একটি ক্লাবে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির চলছে। তাই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিদিরা সেখানে গেছেন। ওখানে কাজ শেষ হলেই আবার স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলবে। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি প্রতিদিনই খোলা থাকে, এটি কেবল রবিবার বন্ধ থাকে। এখানকার মানুষ সবটা জানেন এবং তাঁর কথায় কান দেবেন না।'

আলু রপ্তানিতে বাধা, আলুচাষিদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রাজ্যে আলুর দাম তলানিতে ঠেকেছে। এরই মধ্যে ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানিতে রাজ্য সরকারের বাধা দেওয়ার অভিযোগে সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ী ও চাষিরা। রপ্তানিকারী ব্যবসায়ীরা আলু কেনাবেচায় আগ্রহ হারানোয় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার আলু চাষিদের নিয়ে একাধিক দাবিতে গড়বেতা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় বিজেপি। বিডিও অফিসের সামনে আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখান চাষি ও ব্যবসায়ীরা। নেতৃত্ব দেন প্রদীপ লোধা-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতারা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানিতে প্রশাসনিক বাধার কারণে রাজ্যের বাজারে আলুর অতিরিক্ত জোগান তৈরি হয়েছে। ফলে দাম পড়ে গিয়ে চাষিরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। এতে তাদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। বিক্ষোভ থেকে চাষিদের স্বার্থ রক্ষায় দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া এবং আলু রপ্তানিতে বাধা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি চাষিদের আলুর ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে সরকারের হস্তক্ষেপও দাবি করা হয়।

ইসিএল বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের খান্দরা কোলিয়ারি এলাকায় ইসিএল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ অবৈধ দখলদারদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে বিক্ষোভের সামিল হন এলাকার একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার অন্ডালের খান্দরা কোলিয়ারি এলাকায়। হঠাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। আর সে কারণেই স্থানীয়রা কোলিয়ারি চত্বরে এসে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। প্রচুর মহিলা ও পুরুষ এই বিক্ষোভের সামিল হয়। ঘটনাস্থলে আসে উখড়া ফাঁড়ির পুলিশও।

বিক্ষোভকারীদের পাশে এসে দাঁড়ান তৃণমূল নেতা গণেশ বাদ্যকর। গনেশ বাবু বলেন, 'কেন্দ্রীয় সংস্থা ইসিএল সাধারণ মানুষকে সমস্যায় ফেলতে এই ধরনের নাটক করছে। ইসিএল এর কোলিয়ারি ও খনি এলাকার আশেপাশের পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা যেমন জলবিদ্যুৎ দেওয়ার দায় রয়েছে ইসিএলের। তাহলে কেন আজ হঠাৎ করে বিদ্যুৎ সংযোগ

বিচ্ছিন্ন করা হল?' বিক্ষোভকারী মহিলা মিঠু চ্যাটার্জি জানান, 'তারা দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করে আসছেন। আজ হঠাৎ করে এইসিএল কর্তৃপক্ষ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে চরম সমস্যায় পড়েছি। অথচ ইসিএল-এর কর্মীরা তাঁদের কোয়াটার অন্যকে ভাড়া দিয়ে বহাল তোবিয়েতে সুখ ভোগ করছেন। তাঁরা তো এসি-সহ সমস্ত বৈদ্যুতিন জিনিস ব্যবহার করছে। কর্তৃপক্ষ শুধু বেছে বেছে আমাদের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করছেন। এটা অন্যায়।' যদিও এই ব্যাপারে কোনও ইসিএল আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উখড়া পোস্ট অফিসে একদিনে ৪০০ অ্যাকাউন্ট খুলে নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: একদিনে ৪০০ একাউন্ট খুলে নজির করল আসানসোল সাব ডিভিশনের উখড়া পোস্ট অফিস। উখড়া হেড পোস্ট অফিসের অধীনে রয়েছে বেশ কয়েকটা সাব পোস্ট অফিস। সব অফিস গুলো মিলিয়ে ৪০০ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। বৃহস্পতিবার পোস্ট অফিসের পক্ষ থেকে এই সাফল্য উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আসানসোল সাব-ডিভিশনের এসএসপিও দেবরাজ শেট্টি, রানিগঞ্জ ডিভিশনের এসবিআইপি কানাইলাল শর্মা, উখড়া পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ধর্মরাজ পাল-সহ অন্যান্যরা। ধর্মরাজ বাবু বলেন, 'সমস্ত সহকর্মীদের সহযোগিতায় এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে।' দেবরাজ শেট্টি বলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য গ্রাম অঞ্চলের মানুষকে সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। তাছাড়া পোস্ট অফিসের বিভিন্ন স্কিম রয়েছে যেগুলি যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও লাভজনক। বিশেষ করে 'সুকন্যা সমৃদ্ধি' যোজনা এটি মেয়েদের জন্য একটি বিশেষ স্কিম। বিনিয়োগের অর্থ পোস্ট অফিসে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। পোস্ট অফিসের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

প্রধান শিক্ষকের আপত্তিকর মন্তব্য, প্রতিবাদে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পড়ুয়াদের সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য এবং সহশিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষককে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা শহরের ইটাচাঁদা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ঘটনার জেরে স্কুলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য পঠনপাঠনও বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং অভিযুক্ত প্রধানশিক্ষককে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ইটাচাঁদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৩৮ জন পড়ুয়া রয়েছে। সেখানে দুজন শিক্ষক ও দুজন শিক্ষিকা কর্মরত। এদিন স্কুল শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর বেশ কয়েকজন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দা বিদ্যালয়ে জড়ো হন। তাঁরা প্রধানশিক্ষককে ঘিরে ধরে তাঁর বিরুদ্ধে

বিভিন্ন অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই তিনি সহশিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন এবং পড়ুয়াদের সম্পর্কে আপত্তিকর ও বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করছেন। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে প্রধান শিক্ষককে এই স্কুল থেকে বদলি করে দিতে হবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ। আসেন আউশগ্রাম থানার আইসি অভিজিৎ বিশ্বাস ও গুসকরা ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপঙ্কর ঘোষ। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন আউশগ্রাম ১ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুমন হামবীর। প্রধান শিক্ষক কার্তিক ঘোষের বদলির দাবিতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছেও লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে।

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুমন হামবীর জানান, 'বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।' যদিও অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে।

রিপোর্টে 'ছাপার ভুল', অন্তঃসত্ত্বা মা থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার

প্যাথ ল্যাবের লাইসেন্স বাতিল কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রিপোর্টে 'ছাপার ভুল'-এর জেরে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার হওয়ার বিষয়টি ধরা পড়েনি বলেই অভিযোগ। ডায়গনস্টিক সেন্টার তথা প্যাথ ল্যাবের পরীক্ষার রিপোর্টে মারাত্মক গরমিলের জেরে থ্যালাসেমিয়ার মতো গুরুতর অসুখ নিয়ে জন্মাল এক শিশু। এই ঘটনায় হুগলির শ্রীরামপুরের একটি ডায়গনস্টিক প্যাথ ল্যাব সেন্টারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের ব্যবস্থার সুপারিশ করলো ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশন। জেলা স্বাস্থ্য প্রশাসনকে বুধবার ওই প্যাথ ল্যাব সেন্টারের লাইসেন্স বাতিল করার পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, হুগলির বাসিন্দার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শে ২০২৫-এর জুনে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করান। সেই রিপোর্টে জানানো হয়, তাঁর স্বামী থ্যালাসেমিয়ার ক্যারিয়ার হলেও তিনি থ্যালাসেমিয়া নেগেটিভ। ফলে গর্ভস্থ সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার আশঙ্কা নেই ধরে নিয়েই 'প্রেগন্যান্সি কন্টিনিউ' করার সিদ্ধান্ত নেন দম্পতি। কিন্তু সন্তানের জন্মের আগে, গত মাসে আবার পরীক্ষা করালে নতুন রিপোর্টে দেখা যায়, মহিলাও থ্যালাসেমিয়ার ক্যারিয়ার। তারপরে সদ্যোজাত শিশুর শরীরেও ধরা পড়ে বিটা থ্যালাসেমিয়া। ঘটনার পর তাঁর স্বামী অভিযোগ জানান, ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের শুনানিতে অভিযুক্ত শ্রীরামপুর ডায়গনস্টিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ দাবি করে, আগের রিপোর্টে 'প্রিন্টিং মিসটেক' হয়েছিল।' কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'এমন ভুল অমার্জনীয়।' কমিশনের সদস্য, ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রসূন ভট্টাচার্য জানান, 'এই ধরনের ভুলের ফলে একটি শিশুকে সারা জীবন রক্তজনীত গুরুতর অসুখ বহন করতে হবে। তাই হুগলির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে দ্রুত ওই ডায়গনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে।'

রান্নার গ্যাস সমস্যার মোকাবিলায় এবার ময়দানে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে রাজ্য জুড়ে রান্নার গ্যাসের হাহাকার শুরু হয়েছে। এবার তা সামাল দিতে ময়দানে নামলো রাজ্য পুলিশ। রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি রুখতে বাঁকুড়ার কোতুলপুরে যেমন পুলিশের নজরদারি শুরু হয়েছে তেমনই গ্যাসের দোকানের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়ানো গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে ও আশ্বাস দিয়ে তাঁদের এবিষয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার পরামর্শ দিতে দেখা গেল কোতুলপুর থানার পুলিশকে। কেন্দ্রের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে দেশে রান্নার গ্যাসের কোনও সঙ্কট নেই। কিন্তু তারপরেও মানুষের আতঙ্ক যেন কিছুতেই কাটছে না। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রান্নার গ্যাসের সঙ্কটও। প্রতিদিন রান্নার গ্যাসের দোকানগুলি উপচে পড়ছে গ্রাহকদের ভিড়ে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে যাতে কোথাও রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। এবার সেই তৎপরতা দেখা গেল বাঁকুড়ার কোতুলপুরে। কোতুলপুর থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী গ্যাসের দোকানগুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি কোথাও রান্নার গ্যাসের কালোবাজারি হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। গ্যাসের দোকানের সামনে থাকা লাইনে দাঁড়ানো গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শও দিতে দেখা যায় কোতুলপুর থানার পুলিশকে। রান্নার গ্যাসের এই সঙ্কটকালে পুলিশের তৎপরতায় কিছুটা হলেও আশ্বস্ত কোতুলপুর এলাকার গ্রাহকেরা।

দলেরই কর্মীর ছবি পোস্ট করে অভিযোগ বিজেপি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দলেরই এক কর্মীর ছবি পোস্ট করলেন বিজেপি সভাপতি। আমজনতার কাছে খুঁজে দেওয়ার আবেদন জানালেন। থানাতেও করলেন অভিযোগ। বিজেপি নেতার পোস্ট ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য হুগলিতে। জানা গিয়েছে, হুগলি জেলা বিজেপি সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবসা রয়েছে। সেখানেই ২০২৪ সাল থেকে কাজ করতেন বিজেপি কর্মী শিবশঙ্কর কর্মকার। বিজেপি সভাপতির অভিযোগ, দলের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি ব্যবসায় সব সময় নজর দিতে পারেন না। শিবশঙ্কর-সহ কয়েক জন কর্মী এতদিন তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। গত কয়েক মাস ধরে ওই কর্মী তাঁর দোকান থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে অন্য দোকানে সরবরাহ করছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু তার কোনও টাকা দেননি। বিজেপি নেতার অভিযোগ, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা লুঠ করে পালিয়েছেন শিবশঙ্কর। তাই সমাজ মাধ্যমে তাঁর ছবি দিয়ে তাঁকে খুঁজে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি পুলিশে অভিযোগ করেছেন বিজেপি সভাপতি। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'দলের কর্মসূচিতে থাকতেন শিবশঙ্কর। একবার বুথ সভাপতিও হয়েছিল। এখন শুনছি আমার নাম ভাঙিয়ে বিভিন্ন লোককে প্রতারণা করেছে। আমি ওর উপযুক্ত শাস্তি চাই। ও আগে তৃণমূল করত, পরে বিজেপিতে আসে।' এনিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। চুঁচুড়া পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপি চোর চিটিংবাজের দল। জেলা সভাপতির অনুচর ২০ লক্ষ টাকা মেরে পালিয়ে গেছে। তাহলে বুঝুন ঠ্যালা।'

মশা দমনে কামান হাতে রাস্তায় আরামবাগ চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ পুরসভা এলাকায় দিন দিন মশার প্রকোপ বাড়তে থাকায় চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন বাসিন্দারা। সন্ধ্যা নামলেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে মশার উৎপাত অসহনীয় হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে মশা দমনে এবার স্বয়ং রাস্তায় নেমে পড়লেন আরামবাগ পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী। পৌরসভার ১৯টি ওয়ার্ডেই মশা দমনে বিশেষ অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। সেই অভিযানে নিজে উপস্থিত থেকে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মশার কামান (ফগিং মেশিন) চালাতে দেখা গেল চেয়ারম্যানকে। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে তিনি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং দ্রুত মশা দমনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, 'বর্ষার পর থেকেই অনেক জায়গায় জল জমে থাকার কারণে মশার বংশ বিস্তার বাড়ে। পৌরসভার পক্ষ থেকে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিটি ওয়ার্ডে ফগিং করা হচ্ছে। আমি নিজেও কর্মীদের সঙ্গে নেমে কাজ করছি যাতে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তি পান। বাসিন্দাদেরও অনুরোধ করব, তারা যেন বাড়ির আশেপাশে কোথাও জল জমতে না দেন।' স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রমেশ দত্ত বলেন, 'কয়েকদিন ধরেই মশার খুব উপদ্রব ছিল। সন্ধ্যা হলেই বাইরে বসা যেত না। পৌরসভার চেয়ারম্যান নিজে এসে ফগিং করাচ্ছেন, এতে আমরা আশা করছি পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।' অন্যদিকে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মীনা পাল জানান, 'মশার জন্য ছোট ছোট বাচ্চা ও বয়স্ক মানুষ খুব সমস্যায় পড়ছিল। চেয়ারম্যান নিজে এসে কাজ করছেন দেখে ভালো লাগছে। তবে এই কাজটা যেন নিয়মিত করা হয় সেটাই আমাদের দাবি।' পৌরসভার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েকদিন ধরে পর্যায়ক্রমে সমস্ত ওয়ার্ডেই এই ফগিং অভিযান চলবে। পাশাপাশি নিকাশি নালা পরিষ্কার, জমে থাকা জল অপসারণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও জোরকদমে চালানো হবে। যাতে মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি কমানো যায়, সেদিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে পৌর প্রশাসন। ফলে পৌরসভার এই উদ্যোগে আরামবাগবাসীর কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কর্মরত গ্রুপ-ডি কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: কর্মরত অবস্থায় বিদ্যালয়ের এক গ্রুপ-ডি কর্মীর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর এম এম হাইস্কুলে। বছর ৪৫-এর মৃত ওই কর্মীর নাম গোপাল মুর্মু। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার রায়রাধ অঞ্চলের বকবাড়ি এলাকায়। জানা যায়, অন্যান্য দিনের মত বৃহস্পতিবার তার কর্ম স্থলে রঘুনাথপুর এমএম হাইস্কুলে কাজে যোগ দেন গোপাল মুর্মু। স্কুল শুরুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মাটিতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের অন্যান্য কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস ও ভাস্কর্য নিয়ে বালুরঘাটে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস চর্চায় মূর্তি ও ভাস্কর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই এক তাৎপর্যপূর্ণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো বালুরঘাট বি.এড. কলেজ (স্বশাসিত)-এর অডিটোরিয়ামে। বালুরঘাট বি.এড. কলেজের আয়োজনে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের সমাগম ঘটে। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে কর্মসূচির

আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। কলেজের ছাত্রীরা চন্দনের টিপ পরিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কলেজের সংগীত শিক্ষিকা সোমা দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. আশিস দাস, বিশিষ্ট শিক্ষক হরিপদ সাহা, কবি বিশ্বনাথ লাহা, সমাজসেবী সংহিতা সরকার, প্রধান শিক্ষক সৌমিত দাস সহ আরও অনেক বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ-এর প্রাক্তন সিনিয়র অ্যাকাডেমিক ফেলো ড. রঞ্জুশ্রী ঘোষ। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস নির্মাণে ভাস্কর্যের প্রামাণ্য গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'প্রাচীন বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল প্রত্ননিদর্শন ও ভাস্কর্যের এক খনি। এই আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলো তৎকালীন সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবন্ত দলিল হিসেবে কাজ করে, যা আধুনিক ইতিহাস গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করছে।' স্বাগত ভাষণে ড. আশিস দাস এই ধরনের চর্চার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। আয়োজকদের আশা, এই কর্মশালা ভবিষ্যতে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে নোটিসে স্বাক্ষর ১৯৩ জন সাংসদের

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ: মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ চেয়ে নোটিসে স্বাক্ষর করেছেন ১৯৩ জন সাংসদ। পিটিআই জানাচ্ছে, এর মধ্যে শুধু লোকসভাতেই স্বাক্ষর রয়েছে ১৩০ জন সাংসদের। রাজ্যসভাতেও সই করেছেন ৬৩ জনের বেশি।

বিধি অনুযায়ী, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ চাওয়ার জন্য নোটিসে লোকসভায় অন্তত ১০০ জন সাংসদের স্বাক্ষর দরকার। একই সঙ্গে রাজ্যসভায় ৫০ জনের স্বাক্ষর প্রয়োজন। জ্ঞানেশের অপসারণ চাওয়ার জন্য সংসদের উভয় কক্ষের মাপকাঠিই পূরণ করেছে বিরোধীরা। লোকসভায় তৃণমূলের উপদলনেতা শতাব্দী রায় জানান, জ্ঞানেশের অপসারণ চেয়ে ওই নোটিসে ১৩০ জন সাংসদ স্বাক্ষর করেছেন।

শীঘ্রই এই নোটিস জমা পড়তে পারে সংসদের কোনও একটি কক্ষে। পিটিআইয়ের দাবি, এই প্রথম বার কোনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ চেয়ে নোটিস জমা পড়তে চলেছে সংসদে। জানা যাচ্ছে, তৃণমূল-সহ বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সব শরিক দলের সাংসদই স্বাক্ষর করেছেন এই নোটিসে। স্বাক্ষর করেছেন আম আদমি পার্টির সাংসদেরাও।

সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের কোনও বিচারপতির অপসারণের যে প্রক্রিয়া, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ক্ষেত্রেও

প্রক্রিয়া সেই একই। বিচারপতিদের ক্ষেত্রে কোনও অসদাচরণ বা অক্ষমতার অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রমাণিত তথ্য থাকলে, তবেই অপসারণ করা যায়। অপসারণ চেয়ে প্রস্তাব পেশ করা যেতে পারে সংসদের যে কোনও কক্ষে। তবে 'বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা'য় সেই প্রস্তাব পাশ হতে হবে। প্রথমত, ওই কক্ষে মোট সাংসদের হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। একই সঙ্গে কক্ষে উপস্থিত থেকে ভোটদানে অংশগ্রহণ করা সাংসদদের মধ্যেও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ আইন অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির ক্ষেত্রে যে নিয়ম, তেমন কোনও পরিস্থিতি ছাড়া মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পদ থেকে অপসারণ করা যায় না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশ ছাড়া অপসারণ করা যায় না অন্য নির্বাচন কমিশনারদেরও। ১৯৬৮ সালের বিচারপতি (অনুসন্ধান) আইন অনুযায়ী, একই দিনে সংসদের উভয় কক্ষে নোটিস জমা পড়লে, তা গৃহীত না-হওয়া পর্যন্ত কোনও কমিটি গঠন করা যায় না। উভয় কক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরে লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান মিলে যৌথ ভাবে একটি কমিটি গঠন করেন।

সূত্রের খবর, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে নোটিসে মোট সাতটি অভিযোগ আনা হয়েছে। পক্ষপাতদুষ্ট এবং বৈষম্যমূলক আচরণ-সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সেই তালিকায় রয়েছে নির্বাচনে জালিয়াতির তদন্তে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাধা দেওয়া, ভোটাধিকার বঞ্চনার মতো অভিযোগও।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর প্রতি 'অসম্মান' মমতাকে চিঠি মোহন চরণ মাঝির

ভুবনেশ্বর, ১২ মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় তাঁর প্রতি হওয়া 'অসম্মানজনক' আচরণের অভিযোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। রাষ্ট্রপতি মুর্মু সম্প্রতি শিলিগুড়িতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাঁওতাল সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী মাঝি উল্লেখ করেছেন যে, ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। যেখানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য কখনওই ব্যক্তিগত বা সাংবিধানিক পদের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়। তিনি জানান, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শেষ মুহূর্তে রদবদল, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত অনুষ্ঠানের স্থান পরিবর্তন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং তা সংবিধানের ভাবনার পরিপন্থী। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে,

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঠিক আগেই এই ঘটনাটি ঘটেছে, যা এর গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কারণ রাষ্ট্রপতি মুর্মু নিজেই সাঁওতাল সম্প্রদায় থেকে আসা একজন সম্মানিত আদিবাসী মহিলা। মোহন চরণ মাঝির মতে, এই পুরো ঘটনায় দেশজুড়ে আদিবাসী, অনগ্রসর এবং দলিত সম্প্রদায়ের আবেগ ও অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সাথে নিজে যুক্ত থাকার কারণে এই ঘটনায় ব্যক্তিগত ভাবে ব্যথিত হয়েছেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তিনি। চিঠিতে তিনি আরও লিখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সভ্যতা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য পরিচিত। তাই এই ধরনের ক্ষেত্রে উচ্চতর মানদণ্ড অনুসরণ করা উচিত ছিল। এই ঘটনাটি যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুভূতিতে আঘাত করেছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তির ওপরও এক 'অপ্রয়োজনীয় ছায়া' ফেলেছে। মোহন চরণ মাঝি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিষয়টি নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে এবং রাষ্ট্রপতি ও দেশের জনগণের কাছে দুঃখপ্রকাশ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এমন পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক পদের মর্যাদার প্রতি দায়বদ্ধতাকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বলছেন ভয় পাবেন না, অথচ তিনিই ভীত: রাহুল

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে ফের কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও ঘাটতি নিয়ে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বলছেন ভয় পাবেন না, অথচ তিনিই ভীত।' এলপিজি সিলিন্ডার ঘাটতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধীরা। কংগ্রেস, তৃণমূল

কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন বিরোধী দলের সাংসদরা একজোট হয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল প্রমুখ এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন। এছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিমা মণ্ডল, সায়নী ঘোষ প্রমুখ বিক্ষোভে শামিল হন। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাঁরা সুর চড়ান। উল্লেখ্য, ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের আবহে দেশজুড়ে এলপিজি সিলিন্ডারের ঘাটতি দেখা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিরোধীরা। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আতঙ্কিত। আদানি মামলা, এপস্টাইনের কারণে তিনি আতঙ্কিত। তিনি সংসদের ভেতরে আসতে পারছেন না। তিনি দেশকে আতঙ্কিত না-হওয়ার জন্য বলছেন, যখন তিনি নিজেই আতঙ্কিত।'

আজ দু'দিনের অসম সফরে প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস

গুয়াহাটি, ১২ মার্চ: আজ শুক্রবার দু'দিনের (১৩ এবং ১৪ মার্চ) সফরসূচি নিয়ে অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুদিনের সফরে এসে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বহু হাজার কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং শিলান্যাসের পাশাপাশি

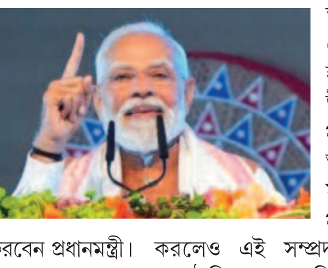

চা-বাগান শ্রমিকদের ভূমিপাট্টা বিতরণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ শুক্রবার (১৩ মার্চ) প্রধানমন্ত্রী তাঁর সফর শুরু করবেন কোকরাঝাড় থেকে। কোকরাঝাড়ে তিনি বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী একটি রেলওয়ে কোচ মেরামত কারখানা এবং ছয়টি সেতুর শিলান্যাসের পাশাপাশি 'বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন' (বিটিআর)-এ তিনটি নতুন রেল পরিষেবা চালু করবেন। এ উপলক্ষ্যে কোকরাঝাড়ে এক জনসভায়ও ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন গুয়াহাটিতে বিকেল পাঁচটায় একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' প্রকল্পের ২২তম কিস্তির অধীনে ৯ কোটি ৩২ লক্ষাধিক কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১৮,৬৪০ কোটি টাকা স্থানান্তর করবেন। এছাড়া ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কপিলি হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্ট জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফরের প্রধান আকর্ষণ চা-বাগান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভূমির পাট্টা বিতরণ। প্রায় ২০০ বছর ধরে অসমে বসবাস করলেও এই সম্প্রদায়ের অনেক পরিবার এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জমির মালিকানা পায়নি। প্রধানমন্ত্রী একজন যোগ্য চা-বাগান শ্রমিকের হাতে প্রথম ভূমির অধিকারপত্র প্রদান করবেন। এর মাধ্যমে চা-বাগান পরিবারগুলিকে ভূমির মালিকানা দেওয়ার জন্য রাজ্যজুড়ে এক কর্মসূচির সূচনা হবে। ১৪ মার্চ শনিবার শিলচর সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। শিলচরে তিনি প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত শিলচর-শিলং-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস হাইওয়ে প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই প্রকল্প উত্তরপূর্ব ভারতে এ ধরনের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে। ১৬৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডর চালু হলে শিলচর থেকে গুয়াহাটি যাতায়াতের সময় বর্তমানের প্রায় ৮ ঘণ্টা থেকে কমে মাত্র ৪.৫ ঘণ্টায় নেমে আসবে।

কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে কৃষি-খাদ্য ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত বিশ্ব সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, নীতি প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নেতৃত্বের পদে কৃষিক্ষেত্রে নারীদের আরও বেশি ভূমিকা পালন

করা উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন, বীজ বপন, ফসল কাটা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারে নিয়ে যাওয়ার মতো সকল কাজে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, 'গত এক দশকে, কৃষি ও পরিবেশে অসামান্য অবদানের জন্য বেশ কয়েকজন নারীকে পদ্মশ্রীতে ভূষিত করা হয়েছে। আমি চাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারীরা এই ধরনের নারীদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করুক এবং কৃষিতে উদ্ভাবনী অবদান রাখুক।'

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** **Tender Notice No 4093, Dt. 11/03/2026** for Coloring work of existing UPHC and Maa Canteen at Municipal Building at ward no 6 under Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_1021551_1,** Last Date of Bid Submission **19/03/2026 at 18.55 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-95/2025-26 (Sl. No. 1) Dated 11.03.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1021586_1 (SL-1), **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_1021614_1 (SL-2). For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

ময়দান

গড়াপেটার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান নাইট তারকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেটে গড়াপেটার অভিযোগে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল। এই ঘটনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জোরে বোলিং অলরাউন্ডার জেভন সিলস্‌কে সাময়িক ভাবে নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। একই সঙ্গে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে টাইটান্স দলের মালিক চিত্তরঞ্জন রাঠোর এবং দলের কর্তা ট্রেভীন গ্রিফিথকেও সমস্ত ধরনের ক্রিকেট কার্যকলাপ থেকে সাময়িক ভাবে দূরে রাখা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই একাধিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, বার্বাডোজে অনুষ্ঠিত বিম১০ প্রতিযোগিতার ২০২৩-২৪ মরসুমে এই দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি সামনে আনার পর তদন্ত শুরু করে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অভিযোগ রয়েছে, দলের কয়েক জন কর্তা ও ক্রিকেটারের যোগসাজশে ম্যাচের ফলাফলে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এর ফলে প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। জেভন সিলস্‌এর

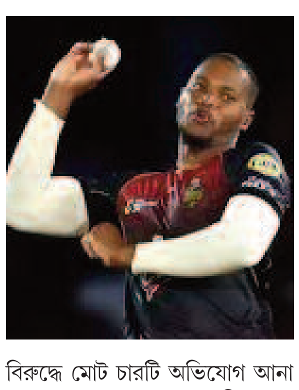

বিরুদ্ধে মোট চারটি অভিযোগ আনা হয়েছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, গড়াপেটার বিষয়ে অবগত থাকা সত্ত্বেও তিনি তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাননি। একই সঙ্গে তদন্ত প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে দলের কর্তা ট্রেভিন গ্রিফিথের বিরুদ্ধেও চারটি নিয়মভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। টাইটান্স দলের মালিক চিত্তরঞ্জন রাঠোরের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, তিনি দলের ক্রিকেটারদের গড়াপেটায় জড়িত হতে উৎসাহ দিয়েছেন এবং এতে সহায়তা করেছেন। আইসিসি জানিয়েছে, ১১ মার্চ থেকে আগামী ১৪ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত তিন জনকে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের জবাব দিতে হবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ৩৯ বছর বয়সি সিয়ার্লেস অতীতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের হয়েও খেলেছেন।

প্রসঙ্গত, বিম১০ প্রতিযোগিতা নিয়ে আগে থেকেও সন্দেহ ছিল। এর আগে গড়াপেটার অভিযোগে আমেরিকার ক্রিকেটার অ্যারন জোন্সকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ওই মরসুমের প্রতিযোগিতা নিয়ে এখনও তদন্ত চলছে বলে জানা গিয়েছে। এই নতুন ঘটনার পর আবারও প্রশ্ন উঠছে ছোট প্রতিযোগিতাগুলিতে দুর্নীতি রুখতে আরও কড়া নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে কি না।

সজবার্গকে নিয়ে অনিশ্চয়তা অস্কারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী শনিবার কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে জোরকদমে অনুশীলন সারল লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে অনুশীলনে সন্দেহ দেখা গেল অ্যান্টন সজবার্গকে নিয়ে। এদিনের অনুশীলনে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় তিনি।

ম্যাচের মাত্র দু'দিন আগে তাকে দলের সঙ্গে মূল অনুশীলনে দেখা গেল না। তাকে মাঠের চারপাশে হালকা দৌড়াতে এবং পরবর্তীতে জিম সেশন করতে দেখা যায়। আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি প্র্যাকটিস ছেড়ে সাজঘরে ফিরে যান। ফিজিক্যাল ট্রেনার এবং কেভিন সিভিল্লের সঙ্গে তাকে সময় কাটাতে

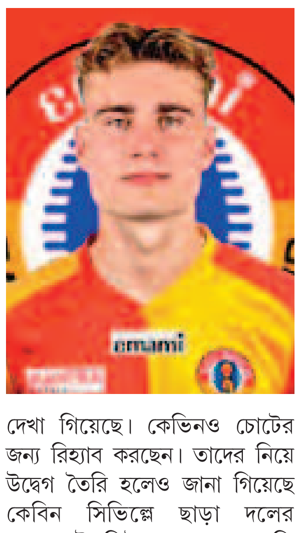

দেখা গিয়েছে। কেভিনও চোটের জন্য রিহ্যাব করছেন। তাদের নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হলেও জানা গিয়েছে কেবিন সিভিল্লে ছাড়া দলের প্রত্যেকেই ফিট রয়েছেন। চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গল বর্তমানে খুব একটা স্বস্তিদায়ক অবস্থানে নেই। চারটি ম্যাচের মধ্যে ২টি জয়, ১টি ড্র এবং হার নিয়ে তারা পয়েন্ট টেবিলে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, কেরালা ব্লাস্টার্স এই মরশুমে এখনও জয়ের স্বাদ পায়নি, ফলে মনে করা হচ্ছে তারা তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ। শনিবারের ম্যাচে জয় পেলে ইস্টবেঙ্গল পয়েন্ট টেবিলে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। স্বস্তির খবর হল, সউল ক্রেসপো এখন সম্পূর্ণ ফিট এবং তাকে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি, নাওরেম মহেশ সিং-কেও ছন্দে ফেরার তাগিদে বাড়তি পরিশ্রম করতে দেখা গিয়েছে, যা দলের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

BONGAON MUNICIPALITY
Estimate for supply, Fitting & Fixing of LED Street Lights (30watt), within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/369/BM/2025-26/APAS
Date: 12.03.2026
Tender ID: 2026_MAD_5013613_1
1. Bid Submission Start date **12.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date - **16.03.2026 at 14.00.** 3. End date - **19.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **21.03.2026 at 18.55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
Tender No: NM/WS/NIT-06e/2025-26, NM/WS/NIT-07e/2025-26.
ID: 2026_MAD_1021677_1, 2026_MAD_1021703_1
Last Date of submitting tender **20.03.2026 at 6:00. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site http://wbtenders.gov.in this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough Commitee-IV
82, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101
E-TENDER
NIT No: E-TN/006/A.E./Br-IV/25-26, Date : 12.03.2026
For details of N.I.T. please refer to Notice Board of Borough-IV & also H.M.C. website i.e. **www.myhmc.in** & **https://wbtenders.gov.in** Bid submission starting date **16.03.2026.** Bid submission closing date **27.03.2026.** **Sd/-**
Assistant Engineer
Borough-IV, H.M.C.

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 357(4th Call), 521(2nd Call), 545(2nd Call)/25-26 and 660 to 673/2025-2026 Dated- 11-03-2026
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Murshidabad, Alipurduar, Coochbehar, Uttar and Dakshin Dinajpur, Hooghly, Paschim Medinipur and Jhargram District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **12-03-2026 after 18.00 pm.** Bid submission end date- **03-04-2026 and 27-03-2026 upto 3.00 pm.**
Date: 12.03.2026 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

RAJIBPUR BIRA GRAM PANCHAYAT
Habra II Development Block
Vill.Patdanga, P.O.-Bira, Ballavpara, P.S.-Ashoknagar, Dist.: North 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER
NIT No.: RB/83/25-26, Date- 11.03.2026. Name of the work: Construction of Pucca drain from Tajmira House to Nalpukur at Patdanga. Mouza-Patdanga; Sansad No-IX; Under Rajibpur Bira GP of Habra II Dev. Block. E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Rajibpur Bira Gram Panchayat. Time of submission bids: **From 12.03.2026 16 hrs. to 17.03.2026 09 hrs.** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Rajibpur Bira Gram Panchayat

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
Tender No: NM/PWDT/NIT-158e/2025-26 To NM/PWDT/NIT-164e/2025-26.
ID: 2026_MAD_1021487_1, 2026_MAD_1021677_1, 2026_MAD_1021531_1, 2026_MAD_1021545_1, 2026_MAD_1021566_1, 2026_MAD_1021613_1, 2026_MAD_1021650_1.
Last Date of submitting tender **25.03.2026 at 11:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : **ইএলইজি-ওটি-১২৯০-২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৩.২৬।** **কাজের বিবরণ :** ১ বছরের জন্য এসডিএএইচ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলিতে এসি কোচে এসি পরিচালনা, সমস্যার সমাধান, রেকর্ড রাখা, এইচওজি ও অন্যান্য কাপলিং লাগানো ও খোলা, এসি ও নন এসি কোচে রেল মদদে মনযোগ, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন এবং প্রয়োজনে ওইডি-কে সহায়তা করার এসকর্টিং ডিউটির জন্য দক্ষ ও অদক্ষ সহকারীর জন্য আউটসোর্সিং। ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : **ইএলইজি-ওটি-১৩০২-২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৩.২০২৬।** **কাজের বিবরণ:** বিইবি (পিএফ-১ ও আইল্যান্ড পিএফ - ২/৩), আরইজে (পিএফ-১ ও আইল্যান্ড পিএফ - ২/৩), জেজেজি (পিএফ-১), বিকিউজি (পিএফ-১ ও পিএফ-২), বিপিসি (পিএফ-১ ও আইল্যান্ড পিএফ - ২/৩), ডিইবি (পিএফ-১ ও আইল্যান্ড পিএফ - ২/৩), এনএইচ (আইল্যান্ড পিএফ-২/৩ ও আইল্যান্ড পিএফ - ৪/৫) এবং বিপি (পিএফ-৪ ও পিএফ-৩)-র প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ইএলইজি-ওটি-১৩০৩-২০২৫-২৬, তারিখ ১১.০৩.২০২৬।** **কাজের বিবরণ:** এসএসই/ইলেক্ট/জি/আরএইচএ ও এনএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের আওতাধীন ইলেক্ট্রিক্যাল জেনারেল ডিপার্টমেন্টের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ করা বর্তমান বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সম্পদগুলির শক্তিশালীকরণ। **টেন্ডার মূল্য :** ১১,১৭,৪০,৮৯০.১২ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ১,৯৩,৮৩,৫২২ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ৫৩,৪৮,২৬৯.৬০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **বায়নামূল্য:** ৭,০৮,৭০০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ২,৪৬,৯০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ১,০৭,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **কাজ শেষের সময়সীমা :** ১২ মাস (ক্র.নং ১-এর জন্য), ৯ মাস (ক্র.নং ২-এর জন্য) ও ৬ মাস (ক্র.নং ৩-এর জন্য)। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৯.০৩.২০২৬ (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ২৪.০৩.২০২৬ (ক্র.নং ২ ও ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.০৪.২০২৬, দুপুর ২টো (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ০৭.০৪.২০২৬, দুপুর ২টো (ক্র.নং ২ ও ৩-এর জন্য)। **টেন্ডার** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (SDAH-435/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-N.I.T. No. WBPWD/AE/EGCSD/NIeT-05/2025-2026 (Tender ID : 2026_PWD_1021191_1/2) of A.E., Eden Gardens Construction Sub Division, P.W.D.
1. Refilling of Portable Fire Extinguisher Containers of different types and capacity inside of Jessop Building, 63, N.S. Road, Kolkata-700001
2. Refilling of Portable Fire Extinguisher Containers of different types and capacity inside of Netaji Indoor Stadium and Kshudiram Anushilan Kendra, Kolkata-700001

Last date of bid submission : 23/03/2026 up to 4:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. may be download from : **https://wbtenders.gov.in & http://wbpwd.gov.in**
Sd/- A.E.,
Eden Gardens Construction Sub Division P.W.D., Kolkata-21.

BONGAON MUNICIPALITY
Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt), within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: 362/BM/2025-26/APAS, 363/BM/2025-26/APAS, 364/BM/2025-26/APAS, 365/BM/2025-26/APAS, 366/BM/2025-26/APAS, 367/BM/2025-26/APAS, 368/BM/2025-26/APAS,
Date: 12.03.2026.
1. Last date of receiving application documents.- **19.03.2026 at 2:00 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents.- **23.03.2026 at 12:00P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **25.03.2026 at 2:00 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **25.03.2026 at 4:00 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

খড়গপুর ডিভিশনে বিবিধ স্ট্যাটিক সার্ভিস এবং পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপি/পিএনইউ-এমএসএস/২০২৬/৪ তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৬
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিশন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ • খড়গপুরের প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও ২ অবস্থানে, বারিপদাতে নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ে, সাঁতরাগাছিতে উত্তর দিকে পুরনো বুকিং অফিসের কাছে এবং উত্তর দিকের পার্কিংয়ের কাছে, সাঁতরাগাছিতে ফুট ওভারব্রিজের ল্যান্ডিং ও সাবওয়ের মধ্যবর্তী নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের (হাওড়া দিকের প্রান্তে) গ্রাউন্ড ফ্লোরে, সাঁতরাগাছিতে প্ল্যাটফর্ম ৬/৭-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ব্লক-I (ওএইচই মাস্ট নং. ৭/৩৮এ-র কাছে) এবং টয়লেট ব্লক-II (ওএইচই মাস্ট নং. ৭/৩৪বি-র কাছে), খড়গপুরে দক্ষিণ দিকে বুকিং অফিসের কাছে এবং শালিমার রেলওয়ে স্টেশনের গঙ্গা প্রান্তের দিকে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ইউনিট পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ পিএনইউটিওআই-কেজিপি২৬-২, অকশন তারিখ ঃ ২৬.০৩.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও দুপুর ১২.৩০ মিনিট।** • মেচেদার প্ল্যাটফর্ম-১/২-এ, জলেশ্বরের প্ল্যাটফর্ম-২/৩-এ, দীঘা রেলওয়ে স্টেশন বিল্ডিং সংলগ্ন এলাকায়, সাঁতরাগাছিতে নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, পাঁশকুড়ার প্ল্যাটফর্ম-৫/৬-এ এবং শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য মোবাইল ও আনুষঙ্গিক কিয়স্ক গঠন এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-এমওবিএল-৪, অকশন তারিখ ঃ ২৭.০৩.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও দুপুর ১২.২০ মিনিট।** • খড়গপুরে ৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য দুই-চাকা এবং অন্যান্য পার্সেল/প্যাকেজের প্যাকিংয়ের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-টিডব্লুএনওপি-৩, অকশন তারিখ ঃ ৩০.০৩.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৩০ মিনিট।** • সাঁতরাগাছি নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, পাঁশকুড়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম - ৩/৪-তে এবং শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য প্রোমোশনাল কিয়স্ক গঠন এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-পিআরওএম-৪, অকশন তারিখ ঃ ০১.০৪.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৫০ মিনিট।** • পাঁশকুড়ার প্ল্যাটফর্ম-৫/৬ এবং মেচেদা রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-৩/৪-তে ৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য পূজা সামগ্রী কিয়স্ক গঠন এবং পরিচালনার জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-পিওজেএ-৪, অকশন তারিখ ঃ ০২.০৪.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৪০ মিনিট।** • পাঁশকুড়ার প্ল্যাটফর্ম-৩/৪ এবং মেচেদার রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-৩/৪-তে ৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য রিল্যাক্সেশন চেয়ার স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-আরএক্সসিএইচএ-৪, অকশন তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৪০ মিনিট।** • শালিমার স্টেশন বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে, খড়গপুরের প্ল্যাটফর্ম নং ৩/৪-এ এবং সাঁতরাগাছি নতুন স্টেশন বিল্ডিংয়ের ২য় তলে ৩ (তিন) বছরের মেয়াদের জন্য স্যালোন পরিষেবা স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএসএস-কেজিপি-স্যালোন-৫, অকশন তারিখ ঃ ০৭.০৪.২০২৬, অকশন শুরু/বন্ধের সময় ঃ** যথাক্রমে **সকাল ১১টা ও সকাল ১১.৫০ মিনিট,** যেগুলি **https://www.ireps.gov.in/** ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী সংস্থা ও ঠিকাদাররা এ-বিষয়ে অবহিত হোন এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখুন। অনুসন্ধান/জিজ্ঞাসা যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-1293) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

চন্দন সেন শুধুমাত্র আমার শিক্ষক নন, আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়তেও ওনার অবদান যথেষ্ট: ঋতব্রত মুখার্জি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন— সাম্প্রতিক সময়ে রিলায়েন্স এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল এ একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘সব চরিত্ররা’ মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে কুশল দত্ত নামক একটি চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন। কিভাবে ছবির এই চরিত্রে আপনি মনোনীত, যদি বলেন?

উত্তর— প্রথমেই ধন্যবাদ দেব একদিন সংবাদপত্রকে এবং আপনাকে আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য। ‘সব চরিত্ররা’ ছবির নির্মাতা এবং নির্দেশক দীপ মোদক আমার বহুদিনের পূর্ব পরিচিত। খুবই আনন্দ হয় যখন দেখি, দীপদা নিজের গল্প, নিজের ভাবনায় একদমই নিজের মতো করে কাজগুলি করেন। সেই ভাবেই দীপদা একদিন আমায় একটি স্ক্রিপ্ট পাঠায় এবং বলেন পড়ে জানা চরিত্রটি কেমন? আমি চাই এই চরিত্রটিতে তুই অভিনয় কর। আমি স্ক্রিপ্টটা পড়ি এবং আমার অবজারভেশনটা শেয়ার করি, পরবর্তীকালে ওয়ার্ক আউট করে ছবিটি তৈরি করা হয়। সাম্প্রতিক মুক্তি পেলেও এই ছবিটি ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ শুট হয়েছিল।

প্রশ্ন— ছবিটিতে আপনার অভিনীত কুশল দত্ত চরিত্রটি নিয়ে যদি কিছু বলেন?

উত্তর— ছবিতে আমার অভিনীত কুশল দত্ত চরিত্রটি খুবই কমপ্লিকেটেড। ছবিটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের হলেও, আমি যখন এই চরিত্রটি পড়ছি বা অভিনয় করছি তখন তো সেভাবে দেখলে হবে না। স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার মত করে এই চরিত্রটির একটি ব্যাক স্টোরি তৈরি করি, যাতে দর্শকদের ছবিটির স্বল্প দৈর্ঘ্যতার কারণে, কুশল দত্ত চরিত্রটি কে চিনতে বা বুঝতে অসুবিধা না হয়। এছাড়াও স্ক্রিপ্টে একটা অংশ দেওয়া ছিল যাতে কুশল দত্ত চরিত্রটি কে দর্শকদের মতো করে প্রস্তুত করা যায়। আমি শুধু আমার মতো করে চেষ্টা করেছি।

প্রশ্ন— ছবিটিতে আপনার সহ অভিনেতা দেবরাজ বাবু এবং প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্যের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা যদি একটু শেয়ার করেন?

উত্তর— দেবরাজ দার সঙ্গেও আমার বহুদিনের পরিচিতি। দেবরাজ দা মঞ্চের একজন অসামান্য ভালো অভিনেতা এবং গায়ক। দেবরাজ দার অনেক অভিনয় আমি দেখেছি, এক কথায় বলতে গেলে আমি দেবরাজ দার অভিনয় শৈলী এবং গায়কীর একজন গুণমুগ্ধ। দেবরাজ দার অসাধারণ শৈলী পরিচালকদের দ্বারা আরো বেশি করে আবিষ্কৃত হওয়া উচিত। আমরা একসঙ্গে বহু নাটক দেখেছি এবং আমার খুবই ইচ্ছা ছিল আমার অন্যতম প্রিয় শিল্পী দেবরাজ দার সঙ্গে অভিনয় করার-এই ছবিতে দেবরাজ দার সঙ্গে প্রথম কাজ করে, আমার সেই ইচ্ছা পূরণ সম্ভব হয়েছে এবং আমি খুবই আনন্দিত। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এর পূর্বেও আমি বহু কাজ করেছি। আমরা প্রথম কাজ করি হইচই এর একটি সিরিজে। আর তারপর থেকেই ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব, ও আমাকে খুবই স্নেহ করে। আমাদের আরো দুজন বন্ধু আছে, আমরা চারজন একসাথে

কাজ করেছিলাম হইচই এর একটি সিরিজে-আমি, প্রিয়াঙ্কা, ঐশ্বর্য এবং আরিয়ান ভৌমিক। আমাদের চারজনের একটা ছোট্ট টিম আছে, যখনই একসাথে এক জায়গায় হই-আনন্দ, আড্ডা, গল্প, মজা বেশ ভালোই সময় কেটে যায়। এই ছবিতেও প্রিয়াঙ্কার সাথে কাজ করার সুযোগে আমি খুবই আনন্দিত, একেবারে অন্য ধরনের একটি চরিত্রে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা।

প্রশ্ন— আপনার অভিনয় জীবনের সূচনার লগ্নটিকে যদি একটু স্মরণ করেন, মানে কিভাবে অভিনয় জগতে আপনার পদার্পণ?

উত্তর— অভিনয়ে আমার প্রথম হাতেখড়ি আমাদের নাটকের দল ‘অশোকনগর নাট্য আনন’ এর হাত ধরে। এখানে নাটকের নির্দেশনায় থাকেন চন্দন সেন। ছোটবেলায় উৎপল দত্তের রচিত ‘সূর্য শিকার’ নাটকের একটি শিশু চরিত্রে আমি প্রথম অভিনয় করি। এরপরেই অশোকনগর নাট্য আননের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়া এবং চন্দন সেনের নির্দেশনায় ‘অশোকনগর নাট্য আনন’এর প্রযোজনায় বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করা। এরপর অডিশন এর মাধ্যমে সুজয় ঘোষের নির্দেশনায় বিদ্যা বালান অভিনীত ‘কাহানি’ ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পাই। এই ছবিতে এতজন গুণী শিল্পীদের মাঝে একটি ছোট্ট চরিত্রে আমার সুযোগ পাওয়া পরম সৌভাগ্যের বলে মনে করি। এরপর প্রথম বাংলা ছবি অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এর পরিচালনায় ‘ওপেন টি বায়োস্কোপ’এ অভিনয়ের সুযোগ পাই এবং তারপর থেকে চলতে থাকে বিভিন্ন ছবি, সিরিজ, শর্ট ফিল্মের অভিনয়ের কাজ এবং এর সাথে মঞ্চাভিনয় বা নাটকের কাজ তো আছেই।

প্রশ্ন— আপনার এই অভিনয় জগতে আসার ক্ষেত্রে, আপনার বাবা বিশিষ্ট অভিনেতা শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় এবং মায়ের অবদান সম্বন্ধে যদি বলেন?

উত্তর— আমার বাবা শান্তিলাল মুখার্জির বিভিন্ন কাজ টেলিভিশনের পর্দায়, সিনেমার পর্দায় এবং মঞ্চে আমি খুব

ছোটবেলা থেকেই দেখতাম, অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমার মূল আগ্রহটা সেখান থেকেই জন্মায়। পরবর্তী সময়ে অভিনয় নিয়ে আমার মনে ওঠা বিভিন্ন প্রশ্ন বাবার থেকে জানতে চেয়েছি এবং আমার বাবাও খুব সুন্দর এবং সহজভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনেকগুলি সিনেমা, সাহিত্য, বই, সঙ্গীত ইত্যাদির সাথে আমার পরিচয় করিয়েছেন, তবে কখনোই একদম হাতে ধরে নয়-আমাকে কিছু পুঁথি, কিছু সূত্র দিয়েছিলেন, যেটা পড়ে আমি আমার মত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে পারি। আমার অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাবার এই অবদানটাই অনস্বীকার্য। মা সবসময় আমাকে সাপোর্ট দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন,উৎসাহ দিয়েছেন যাতে সেগুলি থেকে আমি সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এবং এক্ষেত্রে অবশ্যই আমার গুরু চন্দন সেন। তিনি শুধু আমার অভিনয়ের ক্ষেত্রে গুরু বা থিয়েটারের ক্ষেত্রে শিক্ষক নন, আমার জীবনে বেশিরভাগ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হওয়া,সামাজিক, রাজনৈতিক এবং কি ধরনের সাহিত্যচর্চা করব বা সিনেমা দেখব, কি ধরনের থিয়েটার বা নাটকের অভিনয় করব এসব কিছুই তার থেকে শিক্ষা নেওয়া।

প্রশ্ন— আপনি তো বাচিক শিল্পী হিসেবেও অনেক কাজ করেছেন, সেই অভিজ্ঞতাটা যদি আমাদের শেয়ার করেন?

উত্তর— বাচিক শিল্পী হিসেবে কাজ করতে আমার খুবই ভালো লাগে। ২০২১ সালে রেডিও মির্চির- মির্চি অগ্নি মানে অগ্নিজীৎ সেন আমাকে প্রথম সুযোগ দেন রেডিও মির্চিতে একজন বাচিক শিল্পী হিসেবে প্রথম কাজ করার। রেডিও মির্চি কে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ, সানডে সাসপেন্স এর মত প্রায় ১৭ বছর ধরে চলা একটি কালজয়ী অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে কাজ করতে পারাটা ছিল আমার কাছে স্বপ্ন কারণ আমিও ছোটবেলা থেকে সানডে সাসপেন্ড শুনেই বড় হয়েছি। এখন আমি নিয়মিতভাবে মির্চি বাংলার সানডে সাসপেন্স ছাড়াও অন্যান্য আরো বহু ঘরানার অনুষ্ঠানে বাচিক শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করি। এখানে আমি প্রবাদপ্রতিম লেখকদের পাশাপাশি অনেক নতুন অথচ প্রতিভাবান লেখকদের লেখা পড়ার সুযোগ পাই, যেটা আমাকে খুবই আনন্দ দেয়।

প্রশ্ন— আজ পর্যন্ত যতগুলি গল্প বা উপন্যাস পড়ার সুযোগ পেয়েছেন, তার মধ্যে এমন কয়েকটি নাম যা আপনার মনে দাগ কেটেছে?

উত্তর— আমার খুবই সৌভাগ্য যে অনেকগুলি কালজয়ী সৃষ্টিতে আমি অংশ হিসেবে কাজ করতে পেরেছি। এই মুহূর্তে যে গল্পগুলি মনে পড়ছে- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘পাগলা সাহেবের কবরে’, সানডে সাসপেন্স এ অনুষ্ঠিত হওয়া রবিনহুড গল্পটি এবং আগাথা ক্রিস্টির লেখনিতে বিভিন্ন গল্প আমার খুবই ভালো লাগে।

প্রশ্ন— সম্প্রতি ভালো লাগার মত কোন জায়গায় বেড়াতে গিয়েছেন?

উত্তর— সম্প্রতি বেড়াতে যাওয়া বলতে সেটা আমার কাজের সূত্রেই ঘটেছে। গত ২০২৫ সালে আমি আমার নাটকের কাজের সূত্রে দুইবারের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় গেছি। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে অনেকদিন ছিলাম। সেই দেশটা, সেখানকার মানুষজন, তাদের ব্যবহার আমার খুবই ভালো লেগেছে।

প্রশ্ন— সবচেয়ে প্রিয় খাবার কি? কাজের বাইরে অবসর কিভাবে কাটাতে পছন্দ করেন?

উত্তর— আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার হল বিরিয়ানি, যা আমাকে খুবই আপ্লুত করে তোলে। অবসর সময় পেলে সাধারণত ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিয়ে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা এবং গল্পে, বই পড়ে, বিভিন্ন সিনেমা এবং সিরিজ দেখে এবং গান বাজনা করে বা গিটার বাজিয়ে আমার অবসর যাপন করে থাকি।

বঙ্গে বিজেপির এবার পাখির চোখ ১৪৬টি আসন

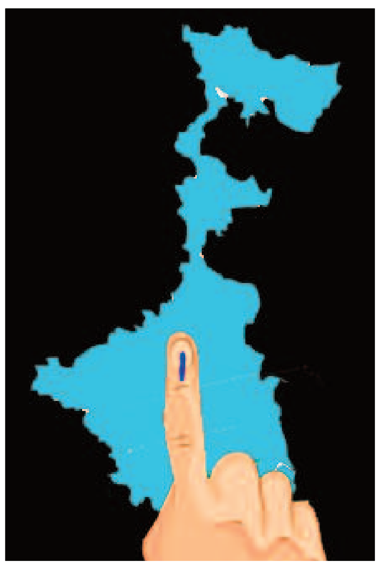

শুভাশিস বিশ্বাস

২০১৯, ২০২১ ও ২০২৪-এর ভোটের হিসাব কষে ১৪৬টি আসনকে টার্গেট করছে বিজেপি। এর মধ্যে ৬০টির বেশি আসনকে ‘শক্ত ঘাঁটি’ মানছে দল, বাকি আসনে বাড়তি প্রচারের পরিকল্পনা। দলীয় কৌশল অনুযায়ী, গত তিনটি বড় নির্বাচনের ফলাফল (২০১৯ লোকসভা, ২০২১ বিধানসভা ও ২০২৪ লোকসভা) খতিয়ে দেখে এই আসনগুলি বাছাই করা হয়েছে। বিজেপি নেতাদের দাবি, পরিকল্পনা মতো এগোতে পারলে এই আসনগুলিতে জয় পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ধরা হচ্ছে ৫২টি আসন, যেখানে টানা তিনটি নির্বাচনে বিজেপি এগিয়ে ছিল। এগুলির মধ্যে অধিকাংশই উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া অধ্যুষিত এলাকা। এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুরের সাতটি আসনে বিজেপি ২০২১ ও ২০২৪-এ এগিয়ে গেলেও ২০১৯-এ পিছিয়ে ছিল। শুভেন্দু অধিকারীর যোগদানের পর ওই অঞ্চলগুলিতে বিজেপির ভিত্তি শক্ত হয়েছে।

এ ছাড়া রয়েছে ৪৭টি দোদুল্যমান আসন। দোদুল্যমান বলার কারণ, এই সব আসনে বিজেপি একবার এগোলেও পরের বার পিছিয়ে পড়েছে।

আবার ৯টি আসনে প্রথমবার ২০২৪-এ এগোতে পেরেছে বিজেপি। অন্যদিকে, ৩৫টি আসনে ২০১৯ সালে শক্তিশালী হলেও ২০২১ ও ২০২৪-এ সুবিধা ধরে রাখতে পারেনি গেরুয়া শিবির। তবে বিজেপির অভ্যন্তরীণ হিসেব নিকেশ বলছে, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ৫২ টি আসন নিশ্চিত। সঙ্গে আরও ৪৭ টি বা তারও বেশি আসনে লড়াই দিতে চায় বিজেপি। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টার্গেট ছিল ২০০ আসন। ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির টার্গেট ছিল ৩০ আসন। কিন্তু নানা কারণে এই টার্গেটের ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি বিজেপি। তবে ২০২৬-এ কোনও ভাবেই টার্গেট মিস করতে চান না তাঁরা।

এদিকে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টার্গেট নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনেকদিন থেকেই বলে আসছেন, এবার বঙ্গে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। তবে এবার নির্দিষ্ট কতগুলি আসন পাবেন তা নিয়ে পূর্বাভাস করতে দেখা যায়নি শাহকে। তবে কত শতাংশ বিজেপি আসন পেতে পারে তার একটা ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। পাশাপাশি শাহ এটাও বলেছেন, এপ্রিল মাসের পরে বিজেপি সরকার বঙ্গে গঠন হবে।আর বিজেপির জন্য পশ্চিমবঙ্গ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে আমাদের ১৭ শতাংশে ভোট মিলছিল এবং ২টো আসন পেয়েছিল। ২০১৯ সালে আমাদের ৪১ শতাংশ ভোট, ১৮টি আসন পায় বিজেপি। এরপর ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের ৭৭ আসন পায়। অন্যদিকে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টি এখানে শূন্য হয়ে গিয়েছে। বিজেপি বিরোধী দলের জায়গা নিয়েছে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এরপর ২০২৬ সালে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বাংলায় ক্ষমতা দখল করব। আর এটাও মনে রাখতে হবে ২০২৪ সালের পরে অনেক রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতা এসেছে। বাংলাতে দুই তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে ক্ষমতা দখল করবে এই বিজেপি-ই।

তবে এটা মানতেই হবে বিজেপির সেরা সময় ছিল ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন। সে বছর

রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট যে এই আসনগুলি নিয়ে বিজেপি বিশদ অঙ্ক কষা শুরু করেছে। সুকান্তের কথায়, ‘যে আসনগুলি নিয়ে কথা হচ্ছে, সেগুলিতে সর্বশেষ নির্বাচনে তৃণমূল আর বিজেপির প্রাপ্ত মোট ভোটের মধ্যে ফারাক ১০ লক্ষেরও কম। অর্থাৎ বিজেপি ওই আসনগুলিতে মোট পাঁচ লক্ষ ভোট বাড়াতে পারলেই জাদুসংখ্যায় পৌঁছে যাবে। আসনপ্রতি তিন-সাড়ে হাজার ভোট আমাদের বেশি পেতে হবে অথবা তৃণমূলের ওই পরিমাণ ভোট কমতে হবে। ভুয়ো ভোট বাদ গেলেই তো তৃণমূলের ভোট তার চেয়ে অনেক বেশি কমে যাবে।’ পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতোর কথায়, ‘এই সব আসনে আমরা কখনও না কখনও জিতেছি মানে এটা প্রমাণিত যে, ওই আসনগুলির জনবিন্যাস বিজেপির জয়ের জন্য অনুকূল। সুতরাং ভোট এবং গণনা ঠিক মতো হলে আমাদের আসনসংখ্যা কমপক্ষে কত হতে পারে বোঝাই যাচ্ছে।’ জ্যোতির্ময়ের দাবি, বিজেপির আসনসংখ্যা ১৬৩-তে পৌঁছোবে।

তারা ১৮টি আসন জিতেছিল। আর বিজেপি পায় ৪০.৬ শতাংশ ভোট। হিসেব যা বলছে তাতে বিজেপি এগিয়ে ছিল ১২১টি বিধানসভা কেন্দ্রে। কিন্তু ২০২১-এর বিধানসভায় ভোট শেয়ার নেমে যায় ৩৮.৫ শতাংশে। আর আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫। তৃণমূল তখন ৪৮.৫ শতাংশ ভোট নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরে। ২০২৪-এর লোকসভায় বিজেপি ১২ আসন পেলেও, ভোট শেয়ার দাঁড়ায় ৩৯.১ শতাংশ-এ, যা ২০১৯-এর চেয়ে কম।

আর ভোটের এই ওঠাপড়ার কারণে বিজেপির লক্ষ্য এবার অন্তত ১৪৮ আসন জেতা, যা গরিষ্ঠতার সীমা। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করা সহজ নয়। কারণ তৃণমূল এখনও রাজ্যে ৪৬ শতাংশ এর বেশি ভোট শেয়ার ধরে রেখেছে। আর সবচেয়ে বেশি আসন উত্তরবঙ্গে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে বিজেপি পরপর তিনটি নির্বাচনে এগিয়ে থেকেছে। দক্ষিণবঙ্গেও মতুয়া অধ্যুষিত আসন যেমন বনগাঁ, রানাঘাট, কল্যাণী, হরিণঘাটা বিজেপির অন্যতম ভরসা। এছাড়া বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান ও পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক আসনেও ভালো অবস্থানে রয়েছে দল। তবে দোদুল্যমান আসনগুলির রয়েছে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায়। এর মধ্যে পড়ছে মালদহ, মুর্শিদাবাদ বা নদিয়ার মতো জেলাগুলো। আর এইসব জেলায় বিজেপির সাফল্য নির্ভর করছে মূলত বিরোধী ভোট ভাগাভাগির উপর। এই প্রসঙ্গে এটা না বললেই নয়, ২০২১-এ যেখানে মুসলিম ভোট একপাক্ষিকভাবে তৃণমূলের দিকে গিয়েছিল, তবে ২০২৪-এ কিছু জায়গায় বিভাজন হয়েছে। ফলে ২০২৬-এ বিজেপি সেখানে রাজনৈতিক মাটি পেতে নতুন করে চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে এটাও নজরে রাখতে হবে কলকাতা এবং লাগোয়া এলাকায় কিছু আসন রয়েছে, যেখানে লাগাতার তিন বার না পারলেও অন্তত দু’টি সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিজেপি জিতেছে বা এগিয়ে রয়েছে। যেমন জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, বিধাননগর, হাবড়া। ২০১৯ এবং ২০২৪, দু’টি লোকসভা নির্বাচনেই এই আসনগুলিতে বিজেপি প্রার্থীরা এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সেখানে হারে। নদিয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, মালদহের বৈষ্ণবনগর, উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ, করণদিঘি, কোচবিহার জেলার কোচবিহার দক্ষিণ, শীতলকুচি, দিনহাটা, জলপাইগুড়ি জেলার জলপাইগুড়ি (সদর), নাগরাকাটা- সহ আরও কিছু আসনে বিজেপি গত তিনটি নির্বাচনের মধ্যে যে কোনও দু’টিতে এগিয়ে থেকেছে। আর গত ছ’বছরে একবার অন্তত বিজেপি জিততে পেরেছে, এমন ৫৩ আসনের মধ্যে কলকাতাতেও বেশ কয়েকটি রয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের আসন ভবানীপুরে বিজেপি এগিয়ে ছিল। লাগোয়া রাসবিহারী আসনেও একই ফল হয়েছিল। উত্তর কলকাতার মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রেও সে বছর বিজেপি প্রার্থী তৃণমূলের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। এ ছাড়া উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত, সন্দেশখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ, নদিয়ার তেহট্ট, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, জঙ্গিপুর-সহ আরও কিছু আসনে বিজেপি গত ছ’বছরে অন্তত একবার জিতেছে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে স্পষ্ট যে এই আসনগুলি নিয়ে বিজেপি বিশদ অঙ্ক কষা শুরু করেছে। সুকান্তের কথায়, ‘যে আসনগুলি নিয়ে কথা হচ্ছে, সেগুলিতে সর্বশেষ নির্বাচনে তৃণমূল আর বিজেপির প্রাপ্ত মোট ভোটের মধ্যে ফারাক ১০ লক্ষেরও কম। অর্থাৎ বিজেপি ওই আসনগুলিতে মোট পাঁচ লক্ষ ভোট বাড়াতে পারলেই জাদুসংখ্যায় পৌঁছে যাবে। আসনপ্রতি তিন-সাড়ে হাজার ভোট আমাদের বেশি পেতে হবে অথবা তৃণমূলের ওই পরিমাণ ভোট কমতে হবে। ভুয়ো ভোট বাদ গেলেই তো তৃণমূলের ভোট তার চেয়ে অনেক বেশি কমে যাবে।’ পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় মাহাতোর কথায়, ‘এই সব আসনে আমরা কখনও না কখনও জিতেছি মানে এটা প্রমাণিত যে, ওই আসনগুলির জনবিন্যাস বিজেপির জয়ের জন্য অনুকূল। সুতরাং ভোট এবং গণনা ঠিক মতো হলে আমাদের আসনসংখ্যা কমপক্ষে কত হতে পারে বোঝাই যাচ্ছে।’ জ্যোতির্ময়ের দাবি, বিজেপির আসনসংখ্যা ১৬৩-তে পৌঁছোবে।

তবে এটাও ঠিক বিজেপির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ মতুয়া সম্প্রদায়ের আস্থা ধরে রাখা। সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বাস্তবায়নে দেরি, এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপর ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে হেনস্থার কারণে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে উপনির্বাচনে তৃণমূল মতুয়া অধ্যুষিত কিছু আসন কেড়ে নিয়েছে বিজেপির কাছ থেকে। পাশাপাশি রাজনৈতিক পালাবদলও একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেপির সামনে। যেমন, আলিপুরদুয়ারের জন বার্লার মতো প্রাক্তন বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় উত্তরবঙ্গের সমীকরণও কিছুটা বদলেছে। তবে এতো কিছুর পরেই বিজেপির রাজনৈতিক রণকৌশল এখন স্পষ্ট। শক্ত ঘাঁটিগুলি ধরে রাখা, দোদুল্যমান আসনে বাড়তি প্রচার চালানো এবং নতুন করে শহুরে ভোটারদের টার্গেট করা। প্রতিষ্ঠানবিরোধী ক্ষোভ, অনুপ্রবেশ ও দুর্নীতি ইস্যুকে সামনে রেখে বঙ্গ বিজেপি চাইছে আসন্ন নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাতে।